www.BANGLAKITAB.com

খুব মনোযোগ প্রদান করেন এবং তাহাদের তেলাওয়াত খুব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, যদি কোন প্রেমিককে কোন সংবাদদাতা আসিয়া বলিয়া দেয় যে, তোমার প্রিয়তম তোমার গান শুনিতেছে, বলুন, তখন সে কেমন আনন্দের সহিত গাহিবে এবং কেমন সুন্দর ভাবে বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিবে! আপনাদের জন্য হুযুর (দঃ) অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ এবং অধিক সত্যবাদী সংবাদদাতা আর কে হইবে? হুযুর (দঃ)ই আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছেন যে, কোরআন পাঠকারীর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা খুব মনোযোগ দেন এবং খুব মনোযোগের সহিত তাহার পাঠ শ্রবণ করেন, ইহাতেও পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কোরআনের শব্দগুলিও উদ্দেশ্যযুক্ত। কেননা, পাঠ করা এবং শ্রবণ করা শব্দের সহিতই সংশ্লিষ্ট—অর্থের সহিত নহে। এই হাদীসটি হইতে ইহাও বুঝা গেল যে, কোরআন তেলাওয়াতের সময় আমাদের একথা মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কেরআত শ্রবণ করিতেছেন। মনে এই কথাটি জাগরূক থাকিলে তাহার ফলে খুব সাবধানতা ও গুরুত্বের সহিত শুদ্ধাশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তেলাওয়াত করা হইবে। অবহেলার সহিত পাঠ করা হইবে না।

।। কোরআনের শব্দের প্রতি মনোযোগের প্রয়োজনীয়তা ।।

দ্বিতীয়তঃ, আচ্ছা ক্ষণিকের জন্য মানিয়াই নিলাম—অর্থই আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু একথা কখনও স্বীকার করিবেন না যে, অর্থই সকল সময়ে কাম্য এবং উদ্দেশ্য; আর কোন সময় এমনও অবশ্যই হওয়া উচিত যাহাতে শুধু শব্দই কাম্য হইবে এবং অর্থের প্রতি আদৌ লক্ষ্য থাকিবে না। যেমন, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে নামতা মুখস্থ করা হয়, তখন কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের প্রতি আদৌ লক্ষ্য থাকে না, শুধু শব্দগুলিই আওড়ান হয়। আর দেখুন, খাদ্য গ্রহণ করার মূল উদ্দেশ্য হইল শক্তি সঞ্চয় করা। কিন্তু আহারের সময় কেবল মাত্র স্বাদের প্রতিই লক্ষ্য করা হয়। আকৃতির প্রতিও দৃষ্টি করা হয়—রুটি পুড়িয়া কাল বর্ণের হইল কি না, তরকারীতে লবণ মরিচ অতিরিক্ত হইল কি না। তখন কেহই একথা বলে না যে, উদ্দেশ্য তো শক্তি লাভ করা, আকৃতি এবং স্বাদের প্রতি লক্ষ্য করা নিরর্থক। দুঃখের বিষয়, পার্থিব বিষয়-সমূহে তো আকৃতি এবং স্বাদের প্রতি লক্ষ্য থাকে, অথচ কোরআন সম্বন্ধে এই বিষয়গুলি নিষ্ফল মনে করা হয়। বড়ই আশ্চর্যের কথা! বস্তুতঃ কোরআন শরীফ তেলাওয়াতকালে অর্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই তেলাওয়াতের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়। কেননা, এই মাত্র যে বলা হইল—কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের সময় নিজেকে শুধু পাঠক মনে করিবে; আল্লাহ্ পাক বক্তা মনে করিবে এবং নিজেকে তূর পর্বতের বৃক্ষের ন্যায় অনুকরণ ও প্রতিধ্বনিকারী মনে করিবে। এই ধ্যান শুধু শব্দের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া সম্ভব হইতে পারে।

www.BANGLAKITAB.com

অর্থের মধ্যে মনোনিবেশ করিলে এই ধ্যান করা যাইতে পারে না। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন। এইরূপে তেলাওয়াতের সময় এই ধ্যানও করিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তেলাওয়াত শ্রবণ করিতেছেন। ইহাও শব্দের প্রতি মনোযোগ প্রদানের দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে, তাহা ব্যতীত সম্ভব নহে। সুতরাং অর্থ না বুঝিয়া শব্দ তেলাওয়াত করা বিফল কেমন করিয়া হইল ?

বন্ধুগণ! সমুদ্রের পানির উপরিভাগ ভ্রমণ করিলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, উহার তলদেশে ভ্রমণ করিলে সে আনন্দ পাওয়া যায় না। যদিও তলদেশে ভ্রমণ করিলে মণিমুক্তা পাওয়া যায় যাহা উপরিভাগে পাওয়া যায় না। তাই বলিয়া কেহ কি একথা বলিতে পারে যে, সমুদ্র-ভ্রমণে কোন লাভ নাই। কখনও না। ডাক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁহারা বলেন, সমুদ্র-ভ্রমণ বিশেষ আনন্দদায়ক। উহাতে মন প্রফুল্ল ও মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়। আরও বলেন, ইহাতে মনে আনন্দ উৎপন্ন হয় এবং চোখের দৃষ্টি সতেজ হয় ও জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসকগণ এই কারণেই যক্ষ্মারোগীকে সমুদ্রে ভ্রমণের নির্দেশ দিয়া থাকেন যেন রোগীর মন প্রফুল্ল হয় এবং মনের প্রফুল্লতা হইতে স্বভাব (তবীয়ত) শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই শক্তি পরিশেষে রোগকে দমন করিয়া দেয়। অতএব, ইহা কেমন কথা—সমুদ্রের উপরিভাগে ভ্রমণকে নিষ্ফল মনে করা হয় না, অথচ কোরআনের উপরিভাগে বিচরণ করা বৃথা মনে করা হয়! কত বড় ভুল্‌ম!

॥ শব্দ ও অর্থের আনন্দ ॥

এতদ্ভিন্ন সমস্ত এবাদতেরই আসল উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ্‌তা'আলার নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ্ আ'আলার তরফ হইতে প্রথম কোরআনের শব্দগুলিই আসিয়াছে এবং অর্থ আসিয়াছে উহার অধীন হইয়া। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার সহিত শব্দের নৈকট্যই অধিক। কোরআনের এই শব্দগুলি অর্থহীন হইলেও খোদার প্রেমিকদের জন্য ইহাই যথেষ্ট ছিল। কেননা, প্রিয়তমের তরফ হইতে প্রেমিককে কোন বস্তু প্রদান করা হইলে তথায় দুই প্রকারের আনন্দ পাওয়া যায়। (১) প্রিয়তমের হাত হইতে পাওয়ার আনন্দ, (২) আর সেই বস্তুটি ভোগ করার আনন্দ। বলা বাহুল্য, প্রেমিকের মন আনন্দে নাচিয়া উঠার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইহা প্রিয়তমের হাত হইতে লাভ করিয়াছে। এই কারণেই সময় সময় দেখা যায়, প্রিয়তমের নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্তু খরচ করে না; বরং তাহার স্মৃতিচিহ্ন মনে করিয়া প্রসাদ স্বরূপ সযত্নে রাখিয়া দেয়। একবার হুযুর (দঃ) জনৈক ছাহাবীকে তাঁহার হিস্যার চেয়ে একটি "ক্বীরাত" অধিক দান করিলেন। ছাহাবী উক্ত ক্বীরাতটি খরচ না করিয়া হুযুরের পবিত্র হস্তের মনে করিয়া 'তবর্‌রুক' স্বরূপ সর্বদা নিজের নিকটে রাখিতেন। সুতরাং খোদা প্রেমিকদের পক্ষে তো কোরআনের অর্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু উহার শব্দগুলিই আনন্দে নৃত্য করার

www.BANGLAKITAB.com

জন্য যথেষ্ট। কেননা, খোদার তরফ হইতে আমরা সরাসরি শব্দগুলিই প্রথম লাভ করিয়াছি। অবশ্য অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে তেলাওয়াতে দ্বিবিধ আনন্দ একত্রিত হয়। কাজেই অর্থের আনন্দ উপভোগের জন্য শব্দের আনন্দও পরিহার করিতে হইবে, ইহা কেমন কথা? বরং উভয় প্রকার আনন্দই লক্ষ্যণীয়। উভয়বিধ আনন্দের প্রত্যেকটিই বিভিন্ন কারণে অগ্রাধিকার লাভের উপযোগী। আল্লাহ তা'আলার দরবার হইতে প্রথমে প্রাপ্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শব্দ তেলাওয়াতের আনন্দ অধিক লক্ষ্যণীয়। যদিও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া অর্থই মুখ্য এবং শব্দ গৌণ। সুতরাং উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বোধের আনন্দই অধিক লক্ষ্যণীয়। ফলকথা, কারণ বিশেষে আল্লাহ তা'আলার দরবারে শব্দের নৈকট্য অধিক এবং অপর কারণে অর্থের নৈকট্য অধিক। কোনটিই কোনটির অভাব পূরণ করিতে পারে না। বিষয়টি খুলিয়া বলিলাম, পাছে কোরআনের হাফেযগণ এই ভাবিয়া খুশী না হন যে, তাঁহারা শব্দের হাফেয এবং শব্দগুলি আল্লাহ্‌র দরবারে অধিক নিকটবর্তী; সুতরাং তাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ। একতরফা ফয়ছালা করিয়া খুশী না হন। আমি একতরফা ফয়ছালা করিয়া ডিক্রী দিব না; বরং উভয় পক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ফয়ছালা করিতেছি যে, কারণ বিশেষে শব্দ পক্ষ উত্তম এবং অপর কারণে অর্থপক্ষ উত্তম। বস্তুতঃ কোরআনের উভয় দিকই গুরুত্ব প্রদানের যোগ্য—বাহিরের রূপও এবং অন্তর্নিহিত অর্থও। কেননা, প্রত্যেক বস্তুরই বাহির এবং ভিতর উভয়ই আকর্ষণীয়। বাহিরের রূপকে কেহ কখনও অকর্মণ্য বলিতে পারে না।

।। শব্দের গুরুত্ব ।।

'কাল্লি' নামক স্থানের মিশ্রী' এতদ্দেশীয় চিনির মিষ্টিরই সমকক্ষ, কিন্তু বাহ্যিক আকার এবং পরিচ্ছন্নতার কারণে লোকে কাল্লি হইতে মিশ্রী আনাইয়া থাকে। কেননা, বাহ্যাকৃতি সুন্দর দেখাইলে খাইতে খাদ্যবস্তুতে চমৎকার স্বাদ পাওয়া যায়।

এইরূপে পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যেও দুইটি দিক আছে। বাহিরের সৌন্দর্য এবং ভিতরগত উদ্দেশ্য। ভিতরগত উদ্দেশ্য হইতেছে সতর ঢাকা এবং শীত গ্রীষ্ম হইতে রক্ষা পাওয়া। এই উদ্দেশ্য সর্ববিধ কাপড় দ্বারাই সমভাবে সফল হইয়া থাকে। আর বাহিরের সৌন্দর্য হইতেছে উহার মসৃণতা, কমনীয়তা এবং ডিজাইন প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, বাহিরের এসমস্ত বিষয় নিষ্ফল বা নিরর্থক নহে; বরং ইহার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করা হয়।

আরও দেখুন, স্ত্রীলোকের ভিতর-বাহির দুইটি দিক আছে। আভ্যন্তরীণ দিকটি হইল সহবাস এবং গৃহকর্ম নির্বাহ করা। এই উদ্দেশ্যের জন্য প্রত্যেক সুস্থজ্ঞান ও বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকই যথেষ্ট। আর বাহিরের দিক হইল দেহের রং উজ্জ্বল হওয়া, মুখাবয়ব ও দেহের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হওয়া এবং উচ্চ বংশ সম্ভূত হওয়া। বাহিরের

www.BANGLAKITAB.com

এ সমস্ত বিষয় যদি উদ্দেশ্যবিহীন হয়, তবে এক্ষেত্রে বাহিরের রূপের জন্য প্রাণ দিতেছেন কেন? ইহার জন্য সমুদ্র মন্থন করা হইতেছে কেন?

এইরূপে ঔষধের মধ্যেও একই গুণবিশিষ্ট বহু দ্রব্য রহিয়াছে। কিন্তু বিশেষ আকৃতির কারণে উহাদের মধ্যে কোন কোনটিকে গ্রহণ করা হয়। কেননা, ঔষধাবলীর মধ্যে কোন কোনটি বাহ্যিক আকৃতির বিশেষত্বের কারণে ক্রিয়া করিয়া থাকে। যেমন, চুম্বক পদার্থ হৃদকম্প রোগে উপকারী। অতএব, এই শ্রেণীর ঔষধগুলি জাতিগত আকৃতির কারণে ক্রিয়া করে। এইরূপ ক্ষেত্রে আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করা হয়।

অনুরূপ ভাবে একই অর্থবোধক বহু শব্দ আছে, কিন্তু আকৃতির কারণে উহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য হইয়া থাকে। কাজেই উপাধি এবং আদবের ক্ষেত্রে কোন কোন শব্দ নিজের বিশেষ আকৃতির কারণে উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে একই অর্থবোধক অপর শব্দ প্রয়োগ করাকে বিশেষ বোকামি মনে করা হয়। যেমন পিতার প্রতি কেহ 'বরখোরদার' ও 'নূরেচশ্‌ম' প্রভৃতি জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করিলে পাগল আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইবে, অথচ ইহাদের অর্থ খারাপ কিছুই নহে। কেননা, 'বরখোরদার' শব্দের অর্থ চিরজীবি হও। অর্থাৎ, জীবিত থাকিয়া দুনিয়ার ফল ভোগ করিতে থাকুন; কিংবা ভাগ্যবান হউন। আর "নূরেচশ্‌ম' শব্দের অর্থ চক্ষুর জ্যোতি। পিতা তো প্রকৃতপক্ষে চোখ এবং কানের উছিলা। চোখের এই জ্যোতি সন্তানেরা পিতা দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছে, কাজেই শব্দ দুইটি পিতার প্রতি প্রয়োগ করিলে অর্থ তো খারাপ হয় না; কিন্তু শব্দের বাহ্যিক আকার দেখিলে লিখককে বোকা এবং পাগল সাব্যস্ত করা হয়! এখন বুঝা গেল, অর্থই সর্বদা উদ্দেশ্য এবং শব্দ কখনও উদ্দেশ্য নহে, এরূপ বলা ভুল।

আরও শুনুন, মানুষের এক আছে বাহ্যিক আকৃতি, আর আছে আভ্যন্তরীণ অবস্থা; ইহা হইল মানুষের রূহ্। এই মানবাত্মার দ্বারাই মানুষ এবং কুকুর, গাধা প্রভৃতি পশুর প্রভেদ রহিয়াছে। যদি এই দাবী মানিয়া লওয়া হয় যে, বাহ্যিক আকৃতি নিরর্থক, তবে এরূপ দাবীদারের উচিত নিজের সন্তানদিগকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা। কেননা, এই দেহ তো শুধু বাহ্যিক আকার, ইহার কি প্রয়োজন? বরং উদ্দেশ্য তো হইল অভ্যন্তর, অর্থাৎ আত্মা। তাহা গলা টিপিয়া মারার পরেও বিদ্যমান থাকে। মৃত্যুর ফলে আত্মা কখনও ধ্বংস হয় না। ইহা কি কোন জ্ঞানী লোক স্বীকার করিবেন? কখনও না।

অতএব, বুঝিতে পারিলেন যে, অর্থের ন্যায় শব্দগুলিও উদ্দেশ্যযুক্ত, তবে শুধু কোরআনের বেলাই কেন এই নূতন আইন জারী করা হইতেছে যে, অর্থ ভিন্ন শব্দ বেকার? আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্, আমি বিভিন্ন উপায়ে এই মাস্‌আলাটি প্রমাণ করিয়া দিয়াছি যে, অর্থ না বুঝিয়াও কোরআনের শব্দগুলি উদ্দেশ্যযুক্ত। উহা পাঠ করা

www.BANGLAKITAB.com

ও তেলাওয়াত করা কখনই অনর্থক নহে। সুতরাং "অর্থ না বুঝিয়া কোরআন পাঠ করিলে কি লাভ?" কথাটি সম্পূর্ণ বাতিল এবং ভিত্তিহীন বলিয়া সাব্যস্ত হইল।

।। "মতনবিহীন" কোরআনের উর্দু তরজমা ।।

এই উদ্ভট খেয়ালের লোকেরা কোরআনের 'মতনবিহীন' শুধু উর্দু তরজমার আকারে এক কোরআন প্রকাশ করিয়াছে। খুব মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন, ইত্যাকার কোরআনের তরজমা খরিদ করা হারাম এবং নাজায়েয। কেননা, ইহারা কোরআনের শব্দগুলিকে বেকার মনে করে বলিয়াই এই ধরণের তরজমা আবিষ্কার করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, উহার প্রধান অপকারিতা এই যে, এই আকারে মতনবিহীন তরজমা প্রকাশিত হইতে থাকিলে, কালক্রমে মূল কোরআন বিলুপ্ত হইয়া মুসলমানদের নিকটও কেবল ইহার তরজমাই থাকিয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। যেমন, আজকাল পৃথিবীতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিকট তওরাত ও ইঞ্জিলের কেবল তরজমা অবশিষ্ট আছে, মূল কিতাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তরজমার মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল খুশী অনুযায়ী পরিবর্তন পরিবর্ধন করিবার সুযোগ পাইবে। পক্ষান্তরে তরজমার সহিত মূল কোরআনের 'মতন' থাকিলে কাহারও বিকৃতিকরণ চলিবে না। কেননা, তদবস্থায় প্রত্যেকেই মতনের সহিত তরজমা মিলাইয়া দেখিলে উহার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা যাচাই করিয়া দেখিতে পারিবে।

।। উর্দুতে নামায ।।

এই উদ্ভট খেয়ালের কিছু লোক তখন নামাযের মধ্যে কোরআনের উর্দু তরজমা পড়িতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদের দলিল ইহাই ছিল যে, কোরআন না বুঝিয়া পড়ায় কি লাভ? ইহার কয়েকটি যৌক্তিক ও কিতাবী উত্তর আমি ইতিপূর্বে প্রদান করিয়াছি। আর একটি উত্তর স্যার সৈয়দ আহমদ সাহেব দিয়াছেন যাহা এলাহাবাদের মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইন সাহেব আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। সেই জবাবটি এ সমস্ত উদ্ভট খেয়ালের লোকদের জন্য অধিক ফলপ্রদ হইবে। কেননা, সেই জবাবটি তাঁহাদেরই একজন লোক কর্তৃক প্রদত্ত এবং তাহাদের রুচিসম্মত হইবে। উক্ত জবাবের সারমর্ম এই যে, কোরআন মজীদের গুণসমষ্টির মধ্যে কতক গুণ শব্দের এবং কতক গুণ অর্থের। অর্থ বুঝিয়া পাঠ করিলে কোরআনের ভাবার্থ জানা যাইবে। আর শব্দের গুণ এই যে, তাহাতে এইমহান বাণীর মহিমাময় বক্তার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও প্রতাপ মনে উপস্থিত হইবে। এই গুণ শুধু কোরআনের শব্দগুলিরই আছে। অপর কোন ভাষায় উহার তরজমা যত মার্জিত ও উচ্চাঙ্গের ভাষায়ই হউক না কেন—উহার মধ্যে এই বিশেষ গুণ কখনই হইতে পারে না। আর এবাদতের উদ্দেশ্য হইল—মা'বুদের

www.BANGLAKITAB.com

শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অন্তরে উৎপন্ন করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে মনের সেই মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা। কোরআনের কেচ্ছা-কাহিনী ও ঘটনাবলী মনে উপস্থিত করা নহে।" অতএব, যাহারা নামাযে কোরআনের উর্দু তরজমা পাঠ করিবে তাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের উৎপত্তি তেমনটি হইবে না, কোরআনের শব্দ পাঠকারীদের হৃদয়ে যেমনটি হইবে। কেননা, উর্দু তরজমা পাঠকারীরা নামাযে এমন একটি ভাষা পাঠ করিবে যাহা মানুষের সৃষ্ট। উহা অবশ্যই মূল কালামে এলাহীর সমকক্ষ, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বসম্পন্ন হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন তাহাদের অন্তরে নামাযের মধ্যে একাগ্রতাও জন্মিবে না। কেননা, একাগ্রতা সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব মনে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তরজমার দ্বারা সেই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের উপস্থিতি কখনই হইবে না যাহা কোরআনের শব্দ পাঠে হইয়া থাকে। মোটকথা, মহব্বত এবং প্রেমের হিসাবেও যৌক্তিক এবং কিতাবী প্রমাণেও সামাজিকতা এবং শাসন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও কোরআনের শব্দগুলির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া প্রমাণিত হইল। সুতরাং মুসলমানদের পক্ষে কোরআনের শিক্ষা এবং বাধ্যতামূলকভাবে কোরআন তেলাওয়াতের বন্দোবস্ত করা উচিত।

।। বিশুদ্ধভাবে কোরআন পাঠের গুরুত্ব ।।

যখন কোরআনের শব্দগুলি উদ্দেশ্যযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইল, তখন উহাদিগকে শুদ্ধ করিয়া পড়ার ব্যবস্থা করাও একান্ত আবশ্যক। কেননা, কোরআনের শব্দগুলি শুদ্ধ করিয়া না পড়া পর্যন্ত উহাকে আরবী ভাষা বলা যাইবে না। শব্দগুলির উচ্চারণ শুদ্ধ করিয়া লওয়ার পর যদি আরবী সুর এবং স্বর-ভঙ্গিও শিখিয়া লওয়া হয় তবে তো "আলোর উপর আরও আলো।" যেমন আজকাল ইংরেজী ভাষায় অধিক পারদর্শী তাঁহাকেই গণ্য করা হয় যাঁহার উচ্চারণ ও স্বর-ভঙ্গী ইংরেজদের অনুরূপ হয়, সেই কারণে ইংরেজী উচ্চারণ ও স্বর-ভঙ্গী শিক্ষা করার জন্য এত প্রাণপণ চেষ্টা করা হয় যে, কেহ কেহ নিজেদের ছেলেপেলেকে মেমদের দ্বারাই প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে। যাহাতে ইংরেজী উচ্চারণ ও স্বর-ভঙ্গি শিশুদের শৈশবকাল হইতেই স্বভাব সিদ্ধ হইয়া উঠে। অথচ স্বর-ভঙ্গী বা উচ্চারণ-ভঙ্গীর উপর ডিগ্রী লাভ করা নির্ভরশীল নহে এবং সার্টিফিকেট ইহা ছাড়াও পাওয়া যাইতে পারে। শুধু কথা বলার সুন্দর ভঙ্গী এবং অধিক প্রশংসা গুণানুবাদ লাভের জন্য এ বিষয়ে চেষ্টা করা হয়। তবে ধর্মীয় ব্যাপারে ইহাকে অনর্থক কেন মনে করা হয়?

কোন কোন লেখাপড়া জানা লোকের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়া যাই। তাঁহারা কোরআন শরীফ তেলাওয়াতে সুর ও স্বর-ভঙ্গীর বিরোধিতা করেন এবং উহাকে অনর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া থাকেন। অথচ ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, প্রত্যেক

www.BANGLAKITAB.com

ভাষারই একটি নিজস্ব সুর বা স্বর-ভঙ্গী রহিয়াছে। ফারসী ভাষার উচ্চারণ-ভঙ্গী একরূপ, ইংরেজী ভাষার উচ্চারণ-ভঙ্গী অন্যরূপ এবং উর্দু ভাষার আর একরূপ। প্রত্যেক ভাষায় সেই নিজস্ব সুর বা উচ্চারণ-ভঙ্গীর কদর আছে। অতএব, আরবী ভাষায় সুর ও স্বর-ভঙ্গীর কদর না হওয়া আশ্চর্যের বিষয়! বরঞ্চ এক্ষেত্রে উহাকে অনর্থক বলা হয়। আরবী ভাষার প্রতি মহব্বতের অভাব বলিয়াই এই ধরণের উক্তি করা হয়। মহব্বত থাকিলে কোরআনেও আরবী সুর এবং স্বর-ভঙ্গীর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা হইত এবং উহা শিক্ষা করার জন্য চেষ্টাও করা হইত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোরআন শরীফ যে সুরে পাঠ করিতেন আমাদেরও সেই সুরেই পড়া উচিত। কেহ আবার এরূপ প্রশ্ন করেন যে, কোন্ প্রমাণ দ্বারা 'তাজবীদে'র প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়? এ প্রশ্নের উত্তর ফেকাহ্ এবং হাদীসের কিতাবেই রহিয়াছে। উহাতে উল্লেখ আছে যে, প্রত্যেকটি হরফকে স্ব স্ব মাখ্‌রাজ বা উৎপত্তি স্থল হইতে উচ্চারণ করা ওয়াজেব। শব্দগুলির 'ছেফাত' অর্থাৎ অবস্থা এবং উচ্চারণ-ভঙ্গী শিক্ষা করা মুস্তাহাব।

এই মাখ্‌রাজ, ছেফাত ও লাহ্‌জাহ তাজ্‌বীদেরই আলোচ্য বিষয়। অতএব, কোরআন শুদ্ধ করিয়া পড়ার জন্য তাজ্‌বীদ অপরিহার্য। কিন্তু আমি এক নূতন উপায়ে এই প্রশ্নের জবাব দিতেছি। "আমাদের উর্দু ভাষায় جهاڑو শব্দের মধ্যে 'ه' অক্ষরটি ج জীম অক্ষরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চারিত হইয়া 'ঝাড়ু' বলা হয়। কেহ যদি অক্ষরটিতে যবর দিয়া প্রকাশ করিয়া 'জাহাড়ু' পড়ে, তবে তাহাকে বেওকুফ বানাইয়া দিবে, বলিবে, এ ব্যক্তি হিন্দুস্তানী নহে; বরং বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়। এরূপ 'پنکها' 'زنگ' 'سنگ' 'کنگها' প্রভৃতি শব্দের ن অক্ষরকে অস্পষ্ট পড়া হয়। যদি কেহ ن অক্ষরকে স্পষ্ট করিয়া 'پن کها' 'کن گها' 'سن گ' এবং ز ن گ পড়ে, সকলেই তাহাকে বলিবে, "আহ্‌মক ভুল পড়ে।"

এইরূপে আরবী ভাষায় কোন কোন শব্দের বিশেষ উচ্চারণভঙ্গী আছে। যেমন ن ٤ ن। শব্দে نون অস্পষ্ট পড়িতে হয়। এখানে نون কে স্পষ্ট করিয়া পড়িলে ভুল হইবে। কিন্তু মানুষ এদিকে মনোনিবেশ করে না; বরং ইহাকে মামুলী বিষয় মনে করে। আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলিতেছি—শরীয়ত অনুযায়ী কেরাআতের এলম একান্ত জরুরী। সুতরাং ইহাকে বিশ্বাসের দিক হইতে ওয়াজেবই মনে করিতে হইবে। অতঃপর যাহার ইচ্ছা হয় আমলও করিবে। আমল না করিলে শুধু গুনাহ্‌গারই হইবে। বিশ্বাস এবং আকীদা তো নিরাপদ থাকিবে; কিন্তু ইহার অর্থ এমন নহে যে, তাজ্‌বীদের সহিত পড়িতে না পরিলে কোরআন শরীফের শিক্ষাই ত্যাগ করিবে? না, বরং কারী না পাওয়া গেলে প্রথমতঃ তাজ্‌বীদ ছাড়াই পড়িয়া লও। অতঃপর কারী পাওয়া গেলে হরফগুলির উচ্চারণও শুদ্ধ করিয়া লইও।

www.BANGLAKITAB.com

।। পার্থিব এবং অপার্থিব অকৃতকার্যতার ফল ।।

এতদ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলে : বুড়া তোতা এখন আর কি পড়িবে ? আমি বলি, আজই যদি গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করিয়া দেয় যে, যে ব্যক্তি আইন গ্রন্থ মুখস্থ করিবে তাহাকে ১০০·০০ কিংবা ১০০০·০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। তবে এসমস্ত তোতা পোতা (নাতি) হইয়া যাইবে এবং আইন মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় খোদার দরবারের পুরস্কারের কোনই কদর নাই, অথচ খোদার দরবারে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেও ইহলোক অপেক্ষা অধিক পুরস্কার পাওয়া যায়। ইহলোকে তো অকৃতকার্যতার কোনই পুরস্কার নাই। কেহ যদি সরকারী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, তবে তাহার সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু খোদার দরবারের রীতি তাহা নহে ; বরং তথাকার রীতি এই—যে ব্যক্তি চেষ্টায় লাগিয়া যায়, তাহার কৃতকার্যতা সুনিশ্চিত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে চেষ্টা কোন ফলবান হউক বা না হউক।

মনে করুন, আপনি কোরআন শুদ্ধ করিয়া পড়ার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কোন বিচক্ষণ ক্বারী ছাহেবের নিকট হরফ মশ্‌ক্ করিতে আরম্ভ করিলেন। যদি হরফগুলি ঠিকমত আদায় করা শিখিতে পারিলেন, তবে তো আপনার কৃতকার্যতা সুস্পষ্ট। আর যদি শুদ্ধ করিয়া পড়া শিখিতে না-ই পারিলেন এবং ক্বারী ছাহেব বলিয়া দিলেন, তোমার দ্বারা শুদ্ধ উচ্চারণ হওয়ার আশা নাই, তোমার জিহ্বা ঠিক হইবে না। এমতাবস্থায় বাহ্যতঃ আপনি অকৃতকার্য হইলেন বটে ; কিন্তু খোদার দরবারে আপনি কৃতকার্য বলিয়া গণ্য হইবেন এবং ছহীহ্ তেলাওয়াতকারীদিগকে যে সওয়াব প্রদান করা হইবে, আপনিও সেই সওয়াবই প্রাপ্ত হইবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে :

اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَتَعْتَعُ بِهٖ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ فَلَهٗ اَجْرَانِ (اَوْكَمَا قَالَ)

"অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াতে পারদর্শী সে তো ফেরেশ্‌তাদের সাথে থাকিবে। আর যে ব্যক্তি বাধিয়া বাধিয়া তেলাওয়াত করে এবং কোরআন তেলাওয়াত তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রহিয়াছে। কেননা, সে তেলাওয়াতও করিতেছে এবং চেষ্টাও করিতেছে।" সে তেলাওয়াতের সওয়াবও পৃথক প্রাপ্ত হইবে এবং চেষ্টা ও পরিশ্রমের সওয়াব পৃথক পাইবে। সোব্‌হানাল্লাহ্! কেমন বিনিময় প্রদানকারী আল্লাহ্! কিন্তু কেহ গ্রহণকারী আছে কি ? মাওলানা রূমী এরূপ বিফলকাম লোকদের কথাই বলিতেছেন :

بس زبوں وسوسہ باشی دلا + گر طرب را باز دانی از بلا
گر مرادت رامزاق شکر ہست + بے مرادی نے مراد دلبر ست

www.BANGLAKITAB.com

"যে পর্যন্ত তুমি কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতার পার্থক্য নিরূপণের মধ্যে লিপ্ত থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি নাফ্‌সের প্রতারণায় পরাভূত থাকিবে; বরং এই পথের আসল উদ্দেশ্য চেষ্টা ও অন্বেষণ। অতঃপর যদি বাহ্যিক কৃতকার্যতাও লাভ হইয়া যায়, তবে নাফ্‌সের উদ্দেশ্যও সফল হইল। আর যদি যথাকর্তব্য চেষ্টা এবং কামনার পরেও বাহ্যিক সফলতা লাভ হইল না, তবে আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, তিনি চেষ্টা এবং কামনাই চান।"

।। আত্ম সমর্পণ ও অন্বেষণের প্রয়োজনীয়তা ।।

বিস্ময়ের বিষয়, আপনারা নিজেদের উদ্দেশ্যকে আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়া থাকেন। ফলকথা, আপনাদের উচিত—পরিণাম ফল সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করিয়া অন্বেষণে লাগিয়া থাকা এবং আল্লাহ্ তা'আলা যে ফলই দান করেন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা। তাহা আপনার কামনার অনুকূলেই হউক কিংবা প্রতিকূলেই হউক। এখানে তো প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা দেখুন আমরা তাঁহার অন্বেষণে মশ্‌গুল রহিয়াছি এবং এই উদ্দেশ্য কৃতকার্য হইলেও সফল হয় অকৃতকার্য হইলেও সফল হয়।

কানপুরের মাওলানা গোলাম রাসূল ছাহেব যাঁহার উপাধি ছিল "রাসূল নুমা।" কেননা, তাঁহার কারামত এই ছিল যে, তিনি প্রত্যেকটি মানুষকে জাগ্রত অবস্থায় হুযুরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যেয়ারত করাইয়া দিতেন। তাঁহারই একটি ঘটনা। তিনি যখন বাইয়াৎ হওয়ার জন্য পীরের দরবারে গমন করেন, তখন পীর ছাহেব তাঁহাকে প্রথমতঃ 'এস্তেখারা' করিতে এবং পরে আসিতে বলিলেন। তিনি তথা হইতে উঠিয়া অল্পক্ষণ নিকটবর্তী মসজিদে বসিয়া শীঘ্রই আবার পীর ছাহেবের সম্মুখে হাযির হইলেন। পীর ছাহেব বলিলেন: "এস্তেখারা করিয়াছ?" তিনি বলিলেন: "জী, হাঁ করিয়াছি।" বলিলেন: তুমি তো খুব তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িয়াছ 'এস্তেখারা' কেমন করিয়া করিলে?" মাওলানা বলিলেন: আমি নাফ্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কেন বাইয়াৎ হইতে ইচ্ছা করিতেছ?" সে উত্তর করিল: "আল্লাহ্ তা'আলাকে পাওয়া যাইবে।" আমি বলিলাম: বাইআৎ হওয়ার পর তোমার জান মালের উপর তোমার কোন অধিকার থাকিবে না; বরং পীর যাহা বলিবেন তাহাই করিতে হইবে।" নাফ্‌স্ উত্তর করিল: "কোন পরওয়া নাই, তাহাই করিব। খোদাকে তো পাইব?" আমি বলিলাম: "যদি খোদাকে না পাও, তবে কেমন হইবে?" নাফ্‌স্ জবাব দিল: "নাইবা পাওয়া গেল, আল্লাহ্ তা'আলা তো জানিতে পারিবেন যে, আমি তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছিলাম। ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট:

همینم بس که داند ماه رویم + که من نیز از خریداران اویم

www.BANGLAKITAB.com

"আমার চন্দ্রানন প্রাণ-প্রতিম যদি জানিতে পারেন যে, আমিও তাঁহার এক জন খরিদ্দার ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট" খরিদ করিতে নাই বা পারিলাম।" শেখ ছাহেব বলিলেন : তোমার 'এস্তেখারা' সকলের এস্তেখারার উর্ধ্বে, আস বাইআৎ হও। তুমি ইন্‌শা আল্লাহ্ অকৃতকার্য হইবে না।

বন্ধুগণ! অন্বেষণকারী বা প্রার্থী তাহাকেই বলা যায় যিনি শুধু প্রার্থীর তালিকাভুক্ত হইতে পারাকেই যথেষ্ট মনে করেন। ইহারই নাম সত্যিকারের অন্বেষণ, যাঁহার অন্বেষণ এই শ্রেণীর, তিনি আল্লাহ্‌র মরযীতে কৃতকার্যই হইয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল মানুষের মধ্যে সেই অন্বেষণ নাই।

উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি : একজন উন্নত পর্যায়ের আলেম যেকের এবং রিয়াযতের উদ্দেশ্যে আমার শরণাপন্ন হন। এক দিন তাঁহার চিঠি পাইলাম। লিখিয়াছেন, আমি বহু পরিশ্রম করিয়াছি, এখন পর্যন্ত আমার উদ্দেশ্য সফল হইল না। অতএব, আপনি আমাকে বলিয়া দিন, এই উদ্দেশ্য সফল করার যোগ্যতা আমার মধ্যে আছে কি না। যোগ্যতা থাকিলে আমি আরও পরিশ্রম করিতে থাকি, অন্যথায় আমি দুনিয়ার সুখ-শান্তি কেন পরিত্যাগ করিব? অন্য একটা কিছু করি।" আমি তাঁহাকে উত্তর দিলাম : "আপনার চিঠি বড়ই বে-আদবীপূর্ণ। ইহাতে বুঝা যায়, আপনার অন্তরে খোদার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব এবং অন্বেষণ মোটেই নাই। আপনি এমন কথা লিখিয়াছেন, যাহা কোন বেশ্যা প্রেমিকও বেশ্যাকে বলিতে পারে না যে, "তোমার সঙ্গে মিলনের আশা থাকিলে আমি তোমার মনস্তুষ্টি ও প্রেমকামনায় পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতে থাকি, অন্যথায় আমাকে জানাও, আমি তোমার প্রেম পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাজে লাগিয়া যাই।" যদি আপনারই ন্যায় কোন একজন প্রেমের দাবীদার কোন বেশ্যাকে এরূপ কথা বলে, তবে ভাবিয়া দেখুন তো সে কি উত্তর দিবে? নিশ্চয়ই সে উত্তর দিবে : নির্বোধ কোথাকার, আমার প্রেম-খেলা জুড়িতে আমি কোন্ দিন তোমাকে খোশামোদ করিয়াছিলাম যে, আজ আমি তোমাকে উহার শেষ ফল সম্বন্ধে জানাইব এবং তোমাকে মিলন দানের ওয়াদা করিব? যদি তুমি প্রেমের জ্বালা সহ্য করিতেই না পার, তবে প্রেমিক হওয়ার দাবীই কেন করিয়াছিলে? যাও নিজের কাজ কর।" মাওলানা, আপনার হৃদয়ে এখন পর্যন্ত সত্যিকারের অন্বেষণই উৎপন্ন হয় নাই। আপনি উদ্দিষ্ট এবং কাম্যবস্তু কিরূপে লাভ করিবেন? সত্যিকারের কামনা এবং অন্বেষণ অন্তরের সহিত এমন ভাবে মিশ্রিত হইয়া যায় যে, কেহ বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিলেও বিচ্ছিন্ন হয় না। আশেক ব্যক্তি নিজেও সেই কামনাকে অন্তর হইতে দুর করিতে ইচ্ছা করিলে সক্ষম হয় না।

কবি বলেন :

عذل العوا ذل حول قلبى التنا ئه + وهوى الا حبة منه فى سودا ئه

www.BANGLAKITAB.com

'নিন্দাকারীদের নিন্দা আমার উদভ্রান্ত হৃদয়ের চতুষ্পার্শ্বে, কিন্তু প্রিয়জনের প্রতি আমার প্রেম অন্তরের গভীর কন্দরে অবস্থিত রহিয়াছে।"

আপনি যদিপার্থিব সুখ-শান্তি লাভের জন্য খোদা-প্রাপ্তির কামনা ত্যাগ করিতে পারিতেছেন, তবে নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, আপনার অন্তরে খোদার অন্বেষণ মোটেই নাই ; বরং আছে শুধু নাম মাত্র অন্বেষণ। 'এশ্‌ক্‌' এমন একটি বস্তু যে, যদি আশেক নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে—এশ্‌কের জ্বালায় তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে এবং মিলন লাভের পূর্বেই সে মরিয়া যাইবে, তথাপি সে এশ্‌ক ত্যাগ করিতে পারে না ; বরং এরূপ বলিবে :

گر نه شاید بدوست راه بردن + شرط عشق ست در طلب مردن

"বন্ধুর সহিত মিলিত হওয়ার যদিও সম্ভাবনা নাই, তথাপি মনে রাখিতে হইবে, বন্ধুর অন্বেষণে মৃত্যু বরণ করা এশ্‌কের শর্ত বা চুক্তি।"

প্রেমিক কখনও মৃত্যুকে ভয় করে না ; বরং তাহার এতটুকু আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, প্রিয়তমের প্রেমে তাহার প্রাণ বিসর্জন দেওয়া প্রিয়তম যেন দেখিতে পায়। যাহার ফলে সে তখন প্রিয়তমকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারে :

بجرم عشق توام می کشند وغوغا ئیست + تو نیز بر سر بام آ که خوش تماشا ئیست

"তোমার এশ্‌কের অপরাধে জনতা আমাকে ধরিয়া টানা হেঁচ্‌ড়া করিতেছে, বেশ হট্টগোল বাধিয়াছে। তুমিও একটু ছাদের উপর আসিয়া দাঁড়াও এবং তামাশা দেখ, কি সুন্দর তামাশা!"

আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি, প্রিয়তমের চক্ষুর সম্মুখে তাহারই মহব্বতে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া আশেকের পক্ষে বিরাট সফলতার বিষয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদিগকে এবং আমাদের মহব্বৎকে দেখিতেছেন এবং অবহিত আছেন, ইহা সুনিশ্চিত। তবে মানুষ ইহাকে নিজেদের সফলতা মনে করে না, ইহার কারণ কি ?

আমার উত্তর পাইয়াই উক্ত মাওলানা ছাহেব আবার লিখিলেন, এখন তো আমাকে পরিষ্কার ভাষাই বলিতে হইতেছে; অনুমতি পাইলে পরিষ্কার ভাষায় লিখিতে পারি।" উত্তরে বলিলাম, আমি অনুমতি দিতে পারি না। কেননা, আমার মনে হয়, আপনি একজন দুরভিসন্ধির লোক। জানি না, মনোভাব পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করিতে গিয়া কি মর্মান্তিক কথা না লিখিয়া বসেন। আপনার সেই অস্পষ্ট উক্তিতেই আমার হৃদয়ে এমন আঘাত দিয়াছে, যাহার যন্ত্রণা আমিই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। জানি না, পরিষ্কার ভাবে বিস্তারিত লিখিলে কি অবস্থা দাঁড়াইবে, আমাকে ক্ষমা করুন, অপর কোন পীরের আশ্রয় গ্রহণ করুন যিনি প্রথম দিনেই আপনাকে এরূপ সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারেন যে, "তুমি অবশ্যই কৃতকার্য হইবে"। আমার

www.BANGLAKITAB.com

এখানে যাহারা খোদার অন্বেষণে এরূপ শর্ত লাগায় তাহাদিগকে কানে ধরিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়। প্রকৃত খোদা-প্রেমিক লোকের অবস্থা এরূপ হওয়া উচিত :

نا خوش تو خوش بود بر جا ن من + دل فدا ئے یا ر دل ر نجا ن من

"তোমার দুর্ব্যবহারও আমার অন্তরে আনন্দ ও সুধা বর্ষণ করে। আমার প্রাণ হৃদয়ে ব্যথা প্রদানকারী বন্ধুর জন্য উৎসর্গিত।"

খোদার সহিত খোদা-প্রেমিকের এতটুকু সম্পর্কও কি থাকা উচিত নহে—যতটুকু সম্পর্ক মাতা ও সন্তানের মধ্যে রহিয়াছে? কোন কোন সময় মাতা সন্তানকে মারিয়াও থাকেন, ধাক্কাও দিয়া থাকেন, কিন্তু মা যতই সন্তানকে ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিতে চান, সন্তান ততই মাকে আরও জোরে জড়াইয়া ধরে এবং মাকে ছাড়ে না। আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতে পারি, যাহারা সত্যিকারের খোদা-প্রেমিক তাহাদিগকে যদি সেদিক হইতে ধাক্কা মারিয়া ফিরাইয়াও দেয় এবং সে নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারে যে, তাহার সফলতা লাভ হইবে না এবং দোযখই তাহার বাসস্থান হইবে, তথাপি সে খোদার অন্বেষণ ত্যাগ করিবে না। প্রভুকে খুশী করার চেষ্টায় লাগিয়া থাকাই গোলামের কর্তব্য। আমি কসম করিয়া বলিতেছি, খোদা-প্রেমিক এবং খোদা-প্রার্থীর কৃতকার্যতাও অন্যান্য পদার্থের অংশেক এবং প্রার্থীর কৃতকার্যতা হইতে সহস্র গুণে উত্তম, যাহাকে তাহারা নিজেদের ধারণানুযায়ী সফলতা মনে করিতেছে, খোদা-প্রেমিকদের বর্তমান অবস্থাকে যদি অকৃতকার্যতা বলিয়া ধারিয়াও লওয়া হয়, কিন্তু তথাকার প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সত্যিকারের খোদা-প্রেমিক এবং খোদা-প্রার্থী কখনও অকৃতকার্য থাকিতে পারে না। দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না।

॥ আরাম-প্রিয়তার পরিণাম ॥

কারণ, দুনিয়ার প্রকৃত সফলতা সুখ-শান্তিকেই বলা হয়। সফলতার যাবতীয় আসবাব উপকরণ উহার জন্যই অবলম্বন ও সংগ্রহ করা হয়। বস্তুতঃ ইহা খোদা-প্রেমিকদের নিকটই সর্বাপেক্ষা অধিক। কেননা, অন্তরের ভাবাগোনাই যাবতীয় অস্থিরতার মূল কারণ। অর্থাৎ "আমি কামনা করিয়াছিলাম একটি, হইয়া গেল আর একটি।" কিন্তু আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ ঐরূপ ভাবাগোনাকে অন্তর হইতে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছেন।

আমাদের এই পার্থিব কামনা ধারাবাহিকতাকে এক ভাব-বিভোর সাধু পুরুষের লেংটির ঘটনার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। উক্ত সাধু পুরুষ উলঙ্গ থাকিতেন। তাঁহার ভক্তবৃন্দ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল : "হুযুর অন্ততঃ একখানি লেংটি পরিধান করুন। শেষ পর্যন্ত ভক্তবৃন্দের অনুরোধে লেংটি পরিলেন। কিন্তু আহারের সময় উহাতে দুধ এবং তরকারীর রস পড়িতে লাগিল। কেননা, কোন কোন ভাব-বিভোর লোকের আহারের নিয়ম-কানুনের বালাই থাকে না। তাঁহারা এমন ভাবে আহার করেন

www.BANGLAKITAB.com

যে, বুকের ও হাতের উপর বহু খাদ্যদ্রব্য ঝরিয়াপড়িতে থাকে। এইরূপে লেংটির উপর যখন দুধ ও তরকারীর রস পড়িতে লাগিল, তখন ইঁদুর আসিয়া লেংটি কাটিয়া সাধুকে বিরক্ত করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ভক্তেরা ইঁদুর বিতাড়নের জন্য বিড়াল পালন করিল। এখন বিড়াল নিজের স্বভাব অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্যের পাতিল ভাঙ্গিতে লাগিল। সুতরাং রাত্রে পাকশালায় থাকিয়া খাদ্যদ্রব্য পাহারা দিবার জন্য একজন মানুষ নিযুক্ত করা হইল। প্রহরী লোকটি এখানে ভাল ভাল পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া বিবাহের প্রয়োজন বোধ করিলে তাহাকে বিবাহ করাইয়া দেওয়া হইল। ফলে তাহার সন্তান-সন্ততিও জন্মিল। একদা সাধু তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বহু লোক তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে দেখিয়া ভক্তবৃন্দের নিকট উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা সম্পূর্ণ ব্যাপারটি তাঁহার নিকট বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত করিল। সাধু বুঝিলেন, এই সমস্ত ঝামেলা একমাত্র সেই লেংটির কারণেই বটে। তৎক্ষণাৎ সে লেংটি খুলিয়া ফেলিয়া দিল এবং বলিল, যাও, আমি মূলই কাটিয়া দিলাম। সামান্য একটুখানি লেংটির জন্য এত সাজ সরঞ্জাম? এইরূপে পার্থিব ভাবনা-চিন্তা সেই সাধুর লেংটির মতই বটে। ইহার শাখা হইতে প্রশাখা বাহির হইয়া চলে এবং চিন্তা ও ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। এই কারণে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ ভাবনা-চিন্তাকেই নিজেদের অন্তর হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছেন।

॥ আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের শান্তির রহস্য ॥

তবে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ দোআ এবং প্রার্থনা করেন কেন? এরূপ সন্দেহ করা যায় না। কেননা, দোআ আল্লাহ্‌ওয়ালাগণও করেন এবং দুনিয়াদারগণও করিয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ কারণে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের দোআ দুনিয়াদারগণের দোআ হইতে পৃথক। সেই বিশেষ কারণটি এমন একটি বস্তু যাহার দ্বারা তাঁহারা বুযুর্গ হইয়াছেন, আর উহার অভাবে তোমরা বুযুর্গ হইতে পার নাই। যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায়, তোমরা তাহাদের চেয়ে অধিক মস্তক রগড়াইতেছ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বিনয় ও অনুনয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছ, তথাপি তাহাদের দোআর সহিত তোমাদের দোআর কোন সামঞ্জস্য নাই। এই মর্মেই কবি বলিতেছেন ঃ

شاهد آں نیست کہ موے ومیاں دارد + بندۂ طلعت آں باش کہ آنے دارد

"সুবিন্যস্ত কেশরাশি এবং সূক্ষ্ম কোমর থাকিলেই সে সুন্দরী নহে। এমন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ ও সংসর্গ লাভ করিতে হইবে যিনি একটি বিশেষ মুহূর্তের অধিকারী।" কবি আরও বলেন ঃ

نہ ہر کہ چہرہ برافروخت دلبری داند + نہ ہر کہ آئینہ دارد سکندری داند

ہزار نکتۂ باریک تر ز مو ایں جاست + نہ ہر کہ سر بتراشد قلندری داند

www.BANGLAKITAB.com

"চেহারা দুরুস্তকারী প্রত্যেকেই প্রাণাকর্ষণ জানে না। প্রত্যেক আয়নাধারীই সেকান্দরের ন্যায় হেকমত জানে না। এই খোদা-প্রেমের ক্ষেত্রে কেশ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর সহস্র সহস্র সূক্ষ্মতত্ত্ব রহিয়াছে। মাথা মুড়াইলেই দরবেশী হাছিল হয় না।"

সেই বিশেষ মুহূর্তটি এই যে, আল্লাহ্‌ওয়ালারা যখন দোআ করেন, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবই চাহিয়া থাকেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকেন। দোআ কবূল না হইলেও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঠিক তেমনই সন্তুষ্ট থাকেন, দোআ করার পূর্বে যেমনটি ছিলেন। তাঁহারা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালনার্থে নিজেদের গোলামী প্রকাশের উদ্দেশ্যে দোআ করিয়া থাকেন, শুধু তাঁহাদের কাম্য বস্তু পাওয়ার জন্য দোআ করেন না; বরং সকল অবস্থাতেই তাঁহারা খোদার সন্তুষ্টির প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। অতএব, ভাবিয়া দেখুন, যাঁহাদের অবস্থা এইরূপ তাঁহাদের সমান শান্তি কে লাভ করিতে পারে? আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতে পারি, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ যে শান্তি ভোগ করিতেছেন রাজা-বাদশাহ্‌রা উহার গন্ধও পায় না। আবার তাঁহারা যখন নির্জনে ও একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে নিমগ্ন হন, তখনকার শান্তির কথা আর কি বলিবেন, একমাত্র আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের অন্তরই সেই অনুপম শান্তির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারেন। তাঁহাদের বিভিন্ন অবস্থার উক্তিসমূহ হইতে উক্ত শান্তির সন্ধান কিঞ্চিন্মাত্র পাওয়া যায়। যেমন, আরেফ শীরাযী বলেন:

گدا ئے میکدہ ام لیک وقت مستی بیں + کہ ناز بر فلک و حکم بر ستا رہ کنم

"আমি শরাবখানার ভিখারী, কিন্তু আমার মত্ততার সময়টুকুর প্রতি লক্ষ্য করুন, তখন আসমানের কোন পরওয়া রাখি না এবং নক্ষত্রসমূহের প্রতি হুকুম চালাই।" তিনি আরও বলেন:

بفراغ دل زمانے نظرے بماہ روئے + بہ ازاں کہ چتر شاہی ہمہ روز ہا و ہوئے

"রাজমুকুট শিরে ধারণ করিয়া সারাদিন রাজদরবারের হট্টগোলের মধ্যে বসিয়া থাকা অপেক্ষা প্রশান্ত মনে মুহূর্তকাল চন্দ্রানন-প্রিয়তমের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বহু গুণে উত্তম।" এই তো ছিল তাহাদের মানসিক শান্তির অবস্থা:

॥ শাসক শ্রেণী এবং আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের সম্মানের পার্থক্য ॥

তাঁহাদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাইবেন, আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সম্মান দুনিয়াদার শাসক শ্রেণীর অন্তরেও বিদ্যমান, অথচ দুনিয়াদারগণ তাহাদের দরবারে খোশামোদ করিতে থাকেন। এই দেখুন না, কিছুকাল পূর্বে ভারতের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর মাওলানা ফযলুর রহমান ছাহেবের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসিয়া উপস্থিত, ইহা সম্মান নহে তো আর কি? হাতীর পীঠে আরোহণ করাকেই সম্মান

www.BANGLAKITAB.com

বলে? আরও দেখুন, মানুষ মুক্ত প্রাণে মহব্বতের সহিত আল্লাহ্‌ওয়ালাগণকে সম্মান করিয়া থাকে। আর দুনিয়াদার শাসক শ্রেণীর সম্মান করে—সংকুচিত মনে ও ক্ষতির ভয়ে। ওলিআল্লাহ্‌গণ জঙ্গলে যাইয়া আস্তানা করিলেও সেখানেই মানুষের সমাবেশ হইতে থাকিবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াদার শাসক গোষ্টির কেহ নিজের পদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার কোনই মর্যাদা থাকে না। এমন কি, পদে বহাল থাকিয়া কোন সময় পদের পোশাক পরিবর্তনপূর্বক সাধারণ বেশে বাহির হইলে কেহ তাহাকে সালামও করে না। কাজেই বুঝিতে পারেন লোকে যে তাহাদিগকে মাথা নত করিয়া সালাম করে, এই সালাম প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের কোট-প্যান্টের উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। বিশ্বাস না হয় তাহারা কোট-প্যান্ট ছাড়িয়া সাধারণ পোশাকে বাহির হইয়া দেখুক না, কয়জন লোক তাহাদিগকে সালাম করে। আর এদিকে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের অবস্থা এই যে, যে পোশাকে এবং যেই ধরণেই তাঁহারা থাকুন না কেন—মানুষ তাঁহাদিগকে সম্মান করে। কেননা, সত্যিকারের সম্মান ও শ্রদ্ধা পোশাকের কারণে নহে, বরং সেই আভ্যন্তরীণ সম্পদের কারণে—যাহার নূর তাঁহাদের ললাটে দীপ্তিমান থাকে এবং প্রত্যেকে তাহা দেখিতে পায়:

نور حق ظاهر بود اندر ولی + نیک بیں باشی اگر اهل دلی

"আল্লাহ্‌র নূর ওলিয়াল্লাগণের মধ্যে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। যদি তুমি স্বচ্ছ অন্তঃকরণের অধিকারী হও, তবে ভালরূপে দেখিয়া লও।" কোন উর্দু কবি বলিয়াছেন-

مرد حقانی کی پیشانی کا نور + کب چھپا رهتا هے پیش ذی شعور

"আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের ললাটের নূর জ্ঞানবান লোকের নিকট কখনও গুপ্ত থাকে না।"

সুতরাং কৃতকার্যতা যাহাকে বলা হয়—অর্থাৎ সম্মান ও শান্তি, তাহা খোদা-প্রেমিকদের চেয়ে অধিক কেহই লাভ করিতে পারে না। কিন্তু এই পার্থিব সম্মান ও শান্তি তাঁহারা কখনও কামনা করে না তথাপি তাঁহাদিগকে প্রদান করা হয়। তাঁহারা নিজদিগকে বিলুপ্ত করিতে থাকেন আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে সজীব করিতে থাকেন। অতএব অবস্থা এই দাঁড়ায়:

کشتگان خنجر تسلیم را + هر زمان از غیب جان دیگرست

"আত্ম সমর্পণের তরবারিতে যাঁহারা নিহত হন, প্রতি মুহূর্তে গায়েব হইতে তাঁহারা নূতন নূতন জীবন লাভ করিয়া থাকেন।"

বন্ধুগণ! রাজা বাদশাহ্‌দের নাম চিহ্ন পর্যন্ত আজ দুনিয়া হইতে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের নাম আজও জীবিত আছে। মানুষের মনে তাঁহাদের স্মৃতি স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখুন, খাজা আজমীরী রহমতুল্লাহে আলাইহের নাম সকলের নিকট কেমন সুপরিচিত; সকলের হৃদয়ে তাঁহার সম্মান ও মহত্ত্ব কেমন

www.BANGLAKITAB.com

সঞ্জীব। হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস গঙ্গোহী রাহেমাহুল্লাহর শত শত গ্রন্থিযুক্ত পুরাতন জুব্বা আজও মানুষের পক্ষে পবিত্র এবং তাবারককরূপে বিবেচিত হইতেছে, অথচ বাদশাহ্‌দের রত্ন খচিত মহামূল্য মুকুটও আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এখানে একটু কথা জানাইয়া দেওয়া উচিত মনে করি। হযরত শায়খ্‌ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গোহী ছাহেবের জুব্বায় শত শত গ্রন্থি থাকার কারণ এই যে, তিনি গ্রন্থি লাগাইয়া এই জুব্বাটিকে বহু বৎসর যাবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন। যেই স্থানেই ছিঁড়িত কখনও এক বর্ণের কখনও অন্য বর্ণের অর্থাৎ যখন যাহা সামনে পাইতেন তাহা দ্বারাই তালি লাগাইতেন। কিন্তু আজকাল দরবেশদের জুব্বায় উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বিভিন্ন রংয়ের তালি লাগান হয়। ইহার উদ্দেশ্য কেবল সৌন্দর্য বর্ধন এবং নাম অর্জন ছাড়া আর কিছুই নহে।

একটি উদাহরণ দেখুন—কানপুরের এক দরবেশ সাহেব একটি জুব্বা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যাহার সিলাই শেষ করিতে প্রায় দুই বৎসর লাগিয়াছিল। তদুপরি সেই দুরাচার বিভিন্ন বর্ণের মূল্যবান কাপড় দ্বারা রং বেরংয়ের তালি লাগাইয়াছিল। তাহাও আবার শহরের বিভিন্ন দরযীদের নিকট হইতে চাহিয়া আনা হইয়াছিল যাহার অধিকাংশই ছিল তাহাদের চুরির কাপড়। সুতরাং ইহা রিয়াকারীর জুব্বা, ভিক্ষাবৃত্তির জুব্বা এবং চুরির জুব্বা। হাফেয রাহেমাহুল্লাহ্‌র নিম্ন লিখিত বয়েতটি ঠিক ইহার উপরই প্রয়োগ করা যাইতে পারে :

اے بسا خرقہ کہ مستوجب آتش باشد + نقد صوفی نہ ہمہ صافی و بیغش باشد

"সকল ছুফির টাকা-পয়সা নির্মল এবং নিখুঁত হয় না। তাহাদের অনেকের জুব্বাই দোযখের অনিবার্য কারণ বটে।"

মধ্যস্থলে প্রসঙ্গক্রমে এই কথাটি আসিয়া পড়িয়াছে। আমি বলিতেছিলাম, দুনিয়ার মান মর্যাদাও আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের সমান কাহারও ভাগ্যে জুটে না। দুনিয়াতে তাঁহাদের সম্মান জীবিত অবস্থায় তো আছেই মৃত্যুর পরেও স্থায়ী থাকে।

॥ আওলিয়াদের প্রতি সম্মানের নিয়ম ॥

এই স্থায়ী থাকার উদাহরণ একজন ইংরেজের মুখে শ্রবণ করুন। জনৈক ইংরেজ পরিব্রাজক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখিয়াছেন : "আমি ভারতবর্ষে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখিলাম। আজমীর নামক স্থানে একজন মৃত ব্যক্তি কবরে থাকিয়া সমগ্র ভারতের উপর রাজত্ব করিতেছেন। চতুর্দিক হইতে দলে দলে লোক আসিতেছে এবং সম্মান ও আদবের সহিত হাত বাঁধিয়া অবনত মস্তকে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছে। যাহারা তথায় উপস্থিত হয় নাই তাহাদের অন্তরেও উক্ত সমাহিত ব্যক্তির সম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। কিন্তু ইহা হইতে কবরের সম্মুখে অবনত মস্তকে

www.BANGLAKITAB.com

দাঁড়ান এবং কবরের উপর নানাবিধ বেদআৎ অনুষ্ঠান জায়েয হওয়া প্রমাণিত হইতে পারে না। এসমস্ত কাজ হারাম, আমি বার বার বলিয়াছি এখনও বলিতেছি কবরকে চুম্বন করা, কবরের সম্মুখে মাথা নত করা একেবারে হারাম। কিন্তু দেখিবার বিষয় এই যে, দুনিয়ার লোকের অন্তরে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের যে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজ করিতেছে তাহা হইতেই এই চুম্বন এবং অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হওয়ার উৎপত্তি। যদিও তাহা এক বিগর্হিত প্রণালীতে প্রকাশ পাইতেছে। রাজা বাদ্‌শাহ্‌দের কবর-স্থানে বহু বৎসরেও এক আধবার কেহ যায় না।

এইরূপে এই শ্রেষ্ঠত্ব বোধের কারণেই ওলিআল্লাহ্‌গণের মাযারকে খুব জাঁক-জমক পুর্ণ পাকা এমারতরূপে নির্মাণ করা হয়। এক্ষেত্রেও সেই শ্রেষ্ঠত্ব বোধই ইহার উৎস। কিন্তু তাহাও গর্হিত ধরণে প্রকাশ পাইয়াছে। কেননা, এই ধরণে ওলিআল্লাহ্‌-গণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা তা'যীম করা শরীয়ত অনুযায়ী হারাম। মাযার পাকা করার মধ্যে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সীমাবদ্ধ নহে। পাকা কবরে তাঁহাদের মর্যাদা একটুও বৃদ্ধি পায় না। তাঁহারা পাকা কবরে যেরূপ সম্মানিত ও বুযুর্গ কাঁচা কবরেও তাঁহারা ঠিক তদ্রূপই থাকেন; বরং সুন্নত অনুযায়ী হওয়ার কারণে কাঁচা কবরেই অধিক নূর বর্ষিত হয়। হযরত শায়খ বখ্‌তিয়ার কাকী রাহে-মাহুল্লাহ্‌র কাঁচা কবরের সম্মুখে দাঁড়াইলে যে আকস্মিক ভীতির সঞ্চার হয় রাজা বাদশাহ্‌দের পাকা এমারততুল্য কবরের নিকট দাঁড়াইলে উহার কিছুই অনুভূত হয় না। কাহারও দিব্য চক্ষু থাকিলে তিনি দেখিতে পাইবেন—কাঁচা কবরে যে নূর বিরাজমান তাহা পাকা কবরের মধ্যে কোথায়? আর সেই দিব্য চক্ষু না থাকিলে তিনি এই দলিল দ্বারাই বুঝিয়া লইতে পারেন যে, প্রথমতঃ নূরের সম্পর্ক সুন্নতের সাথে। আর এ সমস্ত পাকা মাযার আমীর ওমারা এবং রাজা বাদশাহদের নির্মিত। কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের নির্মিত নহে। বলা বাহুল্য, আমীর ওমারাহ ও দুনিয়াদার রাজা বাদশাহ্‌দের নির্মিত মাযারে নূর কোথা হইতে আসিবে? পক্ষান্তরে ওলিআল্লাহ্‌-গণ তো নিজেদের দেহের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহাদের মাথায় কবর পাকা ও জাঁকজমক পুর্ণ করার কল্পনা কোথা হইতে আসিবে? অতএব, ইহা সুনিশ্চিত, এই প্রথা কোন বুযুর্গ লোকের আবিষ্কৃত নহে; বরং দুনিয়াদার রাজা বাদশাহগণই এই প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের মস্তকেই এই জাতীয় বৃথা কাজ-কর্মের কল্পনা গজায়। যে সমস্ত রাজা বাদশাহ্‌ ও আমীর ওমারা পাকা দুনিয়াদার, ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না, তাহাদের মস্তিষ্কে অন্য ধরনের ফাসেকী ও শরীয়ত বিগর্হিত প্রথা প্রবর্তনের কল্পনা আসে। আর যে সমস্ত রাজা বাদশাহ্‌ ধর্মের সহিত যৎকিঞ্চিৎ সম্পর্ক এবং ধার্মিক লোকদের সঙ্গে মহব্বৎ রাখেন, শরীয়ত বিধান সম্বন্ধে অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহাদের মাযার পাকা করা এবং ধর্মীয় আবরণে নানাবিধ বেদআতী প্রথা প্রবর্তনের কল্পনা গজায়।

www.BANGLAKITAB.com

কোন একজন বড় লোক হযরত মাওলানা গঙ্গুহী রাহেমাহুল্লাহ্‌র জন্য একটি অতি মূল্যবান, সুদর্শন ও জাঁক-জমক পূর্ণ চর্মের চোগা আনয়ন করিয়া বলিলঃ "হুযুর ইহা পরিধান করুন।" হযরত মাওলানা উহা এক নবাব সাহেবকে দিয়া বলিলেনঃ "নবাব সাহেব! আপনি ইহা পরিধান করুন। আপনার অন্যান্য পোশাকের সহিত ইহা খুব ভাল মানাইবে। কেননা, আপনার অন্যান্য পোশাকও সম্ভবতঃ ইহার মতই মূল্যবান। আমার মোটা সোটা সূতী কাপড়ের উপর এই মূল্যবান পোশাক লাগাইলে কেমন দেখাইবে! এতদ্ভিন্ন কাটপোকা হইতে ইহার হেফাযত কে করিবে? আমার এত অবসর নাই। বৃথা ইহাকে রাখিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিব।" ফলকথা, আল্লাহ্‌-ওয়ালাগণ যখন নিজেদের দেহের জন্যই এসমস্ত ঝামেলা পছন্দ করেন না, কাজেই কবরের জন্য এসমস্ত অনাবশ্যক আবিল্য নিশ্চয়ই পছন্দ করিবেন না।

।। এখ্‌লাছের মর্যাদা ও মূল্য ।।

কিন্তু দুনিয়াদারগণ যে সমস্ত মহা পুরুষদিগকে নিজেদের মাপকাঠিতে ওজন করিয়া থাকে এবং মনে করে, সাধারণ হাদিয়া দিলে পীর ছাহেব সন্তুষ্ট হইবেন না, কোন মূল্যবান ও জাঁকাল হাদীয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি সত্য বলিতেছি, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের দরবারে তোমাদের মূল্যবান দ্রব্যসমূহের কোনই মূল্য নাই। তাঁহাদের দরবারে শুধু খালেছ ও খাঁটি নিয়তের মূল্য দেওয়া হয়। খাঁটি মহব্বতের সহিত এক পয়সা মূল্যের কোন জিনিস লইয়া গেলেও তাঁহারা মাথার উপর রাখিবেন। খাঁটী নিয়ত ভিন্ন হাজার টাকা মূল্যের জিনিস লইয়া গেলেও তাঁহাদের দৃষ্টিতে উহার কোনই মূল্য নাই।

উদাহরণ স্বরূপ এক বুযুর্গ লোকের কাহিনী শ্রবণ করুন। তিনি অপর একজন বুযুর্গ লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন, হাতে পয়সা ছিল না বলিয়া খালি হাতেই যাত্রা করিলেন। কোন হাদিয়া সঙ্গে নিলেন না। কিন্তু আজকাল একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, হাদিয়া সঙ্গে লইতে না পারিলে বুযুর্গ লোকের সাক্ষাতই করা হয় না! ইহা মহব্বতের স্বল্পতারই পরিচায়ক। যাহা হউক, খুব মহব্বতের কারণে পথি মধ্যে তাঁহার মন বলিলঃ "বুযুর্গের জন্য কিছু না কিছু একটা হাদিয়া সঙ্গে লওয়া উচিত।" আবার মনে মনে বলিলেনঃ আর কিছু না হউক, অন্ততঃ জঙ্গল হইতে কিছু লাকড়ি সংগ্রহ করিয়া লওয়া উচিত। শায়খের হাম্মামখানার পানি গরম করার কাজে আসিবে।" এই মনে করিয়া অবশেষে তিনি এক বোঝা লাকড়িই সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইলেন। শায়খের দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলেনঃ ইহা হুযূরের জন্য হাদিয়া। হুযূরের হাম্মামখানার পানি গরম করার জন্য পথের এক জঙ্গল হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছি। কেননা, মন বলিল, কিছু হাদিয়া সঙ্গে লওয়া উচিত।

www.BANGLAKITAB.com

শায়খ্ চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন : "এই হাদিয়া নিতান্ত খাঁটি নিয়তের। এই লাক্‌ড়িগুলি সযত্নে রাখিয়া দাও। আমার এন্তেকালের পরে ইহা দ্বারা পানি গরম করিয়া আমাকে যেন গোসল দেওয়া হয়। হয়ত ইহার বরকতে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করিতে পারেন।

দেখুন, বাহিরে দেখা যায়, হাদিয়া খুবই সাধারণ বস্তু। কিন্তু খাঁটী নিয়তের কারণে উক্ত শায়খ ইহার কেমন কদর করিলেন। একেবারে তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী কালীন গোসলের জন্য যত্নের সহিত রাখিয়া দিলেন। আশা, উহার বরকতে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা লাভ করিবেন। ইহা হইতে আপনারা আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের রুচি অনুমান করিতে পারেন। অতএব, তাঁহাদিগকে নিজেদের মত ধারণা করিবেন না যে, তাঁহারাও এ সমস্ত আজেবাজে বস্তুতে সন্তুষ্ট হইবেন যাহাতে আপনারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

।। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য ।।

এসমস্ত পাকা মাযার আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত। তদুপরি ইহা কবরের রীতি-পদ্ধতিরও বিপরীত। কেননা, কবর যিয়ারতের যেই উদ্দেশ্য— পাকা পোখ্তা কবর যিয়ারতে তাহা সফল হয় না, হইতে পারে না। মৃত্যুর কথা মনে উদিত হওয়া এবং দুনিয়ার ধ্বংস ও প্রলয়েরছবি চোখের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াই কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য, তাহা কাঁচা এবং ভাঙ্গা কবরসমূহের যিয়ারতেই সফল হইতে পারে। ভাঙ্গা ও পুরাতন কবর দেখিলে মনে উহার ছায়াপাত হইয়া মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। এসমস্ত রাজকীয় জাঁক-জমকের কবর দেখিয়া মৃত্যুর কথা মনে পড়ে না। দুনিয়ার ধ্বংস এবং প্রলয়ের ছবিও দৃষ্টির সম্মুখে আসে না।

কেহ যদি বলেন যে, "পাকা জাঁক-জমকপূর্ণ কবর যিয়ারত করিলে তথায় সমাহিত বুযুর্গ লোকদের প্রতি মহব্বত এবং শ্রেষ্ঠত্ব বোধ ত মনে জাগরিত হয়।" তবে আমি বলিব, ইহা তাযিয়াওলাদের মহব্বত। মুহররম মাসে 'তাযিয়া' নির্মাণ করিয়া 'মারসিয়াহ্' (অর্থাৎ শোকগাথা) না গাহিলে কারবালা ময়দানের শহীদবৃন্দের জন্য তাহাদের কান্না আসে না। সত্যিকারের মহব্বত এবং শ্রেষ্ঠত্ব বোধের জন্য এসমস্ত সাজ সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না। কেহ বলিতে পারেন কি যে, ছাহাবায়ে কেরামের অন্তরে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্য মহব্বৎ ছিল না? হুযূরের জন্য তাঁহাদের তো এত মহব্বৎ ছিল যে, হুযূরের ওযুর পানি তাঁহারা কখনও মাটিতে পড়িতে দেন নাই। তাঁহারা সেই পানি হাতে লইয়া নিজেদের মুখে ও চোখে মাখিয়া দিতেন। কিন্তু এত মহব্বৎ সত্ত্বেও ছাহাবায়ে কেরাম হুযূর (দঃ)-এর কবর পাকা করেন নাই; বরং কাঁচাই রাখিয়া দিয়াছিলেন।

www.BANGLAKITAB.com

কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কবর পাকা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কাজেই হুযুরের প্রতি মহব্বতের কারণেই তাঁহার নিষেধাজ্ঞা পালনার্থ হুযুরের কবর তাঁহারা পাকা করেন নাই। বলা বাহুল্য, ওলিআল্লাহ্‌গণ জীবিত কালে প্রত্যেক বিষয়ে হুযুর (দঃ)-এর আনুগত্যে ও অনুসরণে জান প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুতরাং যাহাতে হুযুর (দঃ) খুশী ছিলেন আউলিয়ায়ে কেরামের খুশীও তাহাতেই।

যদি কেহ বলেন, কবর পাকা করিলে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের স্মৃতিচিহ্ন স্থায়ী রাখা হয়, তবে ইহার উত্তরে আমি বলিব, তাঁহাদের স্মৃতি স্থায়ী রাখার মালিক আল্লাহ্। তোমাদের স্থায়ী রাখাতে তাহা স্থায়ী থাকিতে পারে না। দেখুন, বহু পাকা কবরে সমাহিত লোক এমনও আছে যাহাদের নামের সহিতও কেহ পরিচিত নহে। কবর পাকা করিলেই কি স্মৃতি স্থায়ী থাকে? কখনই নহে, বরং আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের 'বেলায়েত' তাঁহাদের গুণাবলী, মারেফাৎ এবং মহব্বতই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের স্মৃতি স্থায়ী ভাবে রক্ষা করিয়া থাকে। তাঁহারা আপনাদের স্থায়ী করণের মুখাপেক্ষী নহেন।

আরেফ শীরাযী বলেন :

هر گز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق + ثبت ست بر جریدهٔ عالم دوام ما

"খোদার এশ্‌কে যাঁহার দেল জীবিত হইয়াছে, তিনি কখনও মরেন না, স্থায়িত্বের জগতের দফতরে তাঁহার নাম খোদিত হইয়া রহিয়াছে।"

আর মাওলানা নিয়ায বলেন :

طمع فاتحه از خلق ندارم نیاز + عشق من از پس من فاتحه خوانم باقی ست

"হে নিয়ায! আমি (মৃত্যুর পরে) মানুষের নিকট হইতে দোআ এবং ফাতেহার আশা করি না, আমার 'এশ্‌ক্‌ই আমার পরে আমার উপর ফাতেহা পড়িবার জন্য অবশিষ্ট থাকিবে।"

আর একটি উত্তর ইহাও দেওয়া যায় যে, যদি একান্তই স্মৃতি-চিহ্ন স্থায়ী রাখিতে ইচ্ছা কর—তবে উহার এক উপায় ইহাও আছে যে, কবর কাঁচা রাখ এবং প্রতি বৎসর উহা লেপা-মোছা করিতে থাক এবং মাটি ফেলিয়া সমান রাখ। আর একটি কৌতুকের বিষয় এই যে, দুনিয়াদারেরা ঐসমস্ত বুযুর্গ লোকের কবরকেই পাকা করে যাঁহাদিগকে তাহারা নিজেদের ধারণানুযায়ী সুন্নতের পাবন্দ মনে করে না। আর যাঁহাকে সুন্নতের পাবন্দ মনে করে তাঁহাদের কবর পাকা করে না, কাঁচাই থাকে। যেমন, হযরত শায়খ্‌ কুতুবুদ্দিন বখ্‌তিয়ার কাকী রাহেমাহুল্লাহ্‌র মাযার কাঁচা। সেখানে স্ত্রীলোকও যাতায়াত করে না। তাঁহার আশে-পাশের লোকদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া গেল, "ইনি শরীয়তের খুব পাবন্দ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মাযারে এসমস্ত বিষয় জায়েয মনে করা হয় নাই। না-উ'যুবিল্লাহ্! অপরাপর আউলিয়ায়ে কেরাম যেন শরীয়তের পাবন্দ ছিলেন না এই ভ্রান্ত ধারণার কারণে ইহা পরিত্যাজ্য।

www.BANGLAKITAB.com

॥ সেমার (সঙ্গীতের) শর্ত ॥

এইরূপে হযরত শামসুদ্দীন তোর্ক্ পানিপথী রাহেমাহুল্লাহ্‌র কবরের নিকট সঙ্গীতানুষ্ঠান হয় না। শুধু কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয়। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও বলা হয় যে, তিনি অত্যধিক সুন্নতের পাবন্দ ছিলেন, কাজেই তাঁহার কবরের নিকট কাউয়ালী অনুষ্ঠান হয় না। এই উত্তরে তাহারা একথা স্বীকার করিয়াছে যে, সঙ্গীত, কাউয়ালী, কবর পাকা করা এসমস্ত কাজ সুন্নত বিরোধী, এই কারণেই তো যাঁহাদিগকে তাহারা সুন্নতের পাবন্দ মনে করে তাঁহাদের কবরের কাছে সুন্নত-বিরোধী কার্য করে না। অবশ্য তাহারা ঐ সমস্ত কার্যকে সুন্নত বিরোধী মনে করিয়া এরূপ জবাব দেয় নাই, তথাপি সত্য কথা কোন কোন সময় হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়াই পড়ে। আর ন্যায়বান লোকেরা তো নিজেদের ভুল পরিষ্কার ভাষায় স্বীকারই করিয়া ফেলে।

একবার আমি হযরত শাহ্ নিযামুদ্দীন কুদ্দেসা সিররুহুর মাযারে গিয়াছিলাম। তখন সেখানে কাউয়ালীর আসর জমাইবার আয়োজন করা হইতেছিল। কবর যেয়ারত সমাধা করিয়া বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সঙ্গীতের আয়োজনকারীরা আমাকে বাধা দিয়া বলিল : আপনি সঙ্গীত অনুষ্ঠানে শরীক হউন না কেন? আপনিও তো চিশ্‌তিয়া তরীকা পন্থী, চিশ্‌তিয়া তরীকার সকলেই তো কাউয়ালী অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আমি বলিলাম : "আমি এই কাউয়ালী অনুষ্ঠানে শরীক থাকিলে 'সুলতান্‌জী' নারাজ হইবেন।" সে ব্যক্তি বলিল : "কেন সুলতান্‌জী তো নিজেই কাউয়ালী শ্রবণ করিতেন।" আমি বলিলাম : হাঁ, কিন্তু সুলতান্‌জী নিজের "ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ" কিতাবে সঙ্গীত অনুষ্ঠানের জন্য চারিটি শর্ত লিখিয়াছেন। ১। শ্রোতা। ২। গায়ক ৩। শ্রবণীয় বিষয়-বস্তু। এবং ৪। শ্রবণের যন্ত্র পাতি।

শ্রোতার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন : "প্রবৃত্তির বশীভূত এবং কামভাব সম্পন্ন লোক হইতে পারিবে না।" আর গায়ক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "স্ত্রীলোক এবং বালক হইতে পারিবে না। শ্রবণীয় বিষয় সম্বন্ধে শর্ত আরোপ করিয়াছেন যে, হাসি-কৌতুক কিংবা অশ্লীল শ্রেণীর বিষয় হইতে পারিবে না। আর সঙ্গীতের যন্ত্র-পাতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন : সেখানে সারেঙ্গী, বেহালা, হারমনীয়াম ইত্যাদি জাতীয় বাদ্য যন্ত্র থাকিতে পারিবে না"। আমি দেখিতেছি, এখানে উক্ত শর্তসমূহের সমাবেশ নাই। সুতরাং এই আসরে যোগদান করিয়া সুলতান্‌জীকে অসন্তুষ্ট করার দুঃসাহস আমার নাই।" আমার এই উত্তর শুনিয়া সকলে শরমিন্দা হইয়া গেল। আমি যদি সাধারণ মৌলবীদের ন্যায় সেখানে বাহাছ্ আরম্ভ করিতাম যে, সেমা (সঙ্গীত) মাত্রই হারাম, তবে আমার কথা কেহই শুনিত না; কিন্তু আমার এই নম্র উত্তরের এই ফল ফলিল যে, সকলে

www.BANGLAKITAB.com

স্বীকার করিল ; বাস্তবিকই আপনি সত্য বলিতেছেন। আমরা যেই ধরনের সেমা শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহা বুযুর্গানে দ্বীনের শর্ত-বিরোধী !

।। কবর পাকা করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ।।

ফলকথা, ন্যায়বানেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এবং বিরোধী লোকেরা বাধ্য হইয়া সত্য কথা স্বীকার করিয়াই ফেলে। যেমন, বখ্‌তিয়ার কাকীর (রাঃ) কবরের খাদেমগণ পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল যে, কবর পাকা করা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

ইহা নিষিদ্ধ হওয়ার আর একটি হেকমত বুঝিয়া লউন। শরীয়ত যে কবর পাকা করিতে নিষেধ করিয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করা হইয়াছে! কেননা, প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত সমস্ত কবর যদি পাকাই করা হইত, তবে মানুষের বাসস্থানের জায়গাই থাকিত না, ক্ষেতিকৃষি করিবার জন্যও জমিন থাকিত না। কেননা, পৃথিবীর আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত এত মানুষের মৃত্যু হইয়াছে যে, জমিনের কোন অংশই 'মুর্দা' ছাড়া নাই। বলুন, সকলের কবরই যদি পাকা করা হইত তবে আমাদের ঠিকানা কোথায় হইত ? পাকা কবরের ছাদের উপর দোতালা, তিন তালা, নির্মাণ করিতে হইত যাহা পাহাড়ের ন্যায় হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে কাঁচা কবরের এই সুবিধা রহিয়াছে যে, নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে তথায় আবার কবর খনন করা যায়। আবার জমিন ওয়াক্‌ফ্‌ না হইলে যতটুকু সময় নিশ্চিতরূপে ধারণা করা যায় যে, কবরস্থ মুরদার দেহ মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে ততটুকু সময়ের পরে তথায় ক্ষেতিকৃষিও করা যায়। আর এই যে বলিলাম, জমিনের সকল স্থানেই কবর আছে। জীবিত এবং মৃত লোকদের সংখ্যা গণনার প্রতি লক্ষ্য করিলে একথা বুঝে আসিতে পারে যে, যখন এক সময়েই এত মানুষ একত্রিত হইয়াছে, তখন ছয় সাত হাজার বৎসরে কি পরিমাণ অগণিত ও অসংখ্য মানুষ হইবে ? আর প্রত্যেকটি মানুষের জন্য কি পরিমাণ স্থানের প্রয়োজন হইত ? তাহা হইলে এত জায়গার সংকুলান কোথায় হইত ? এই হিসাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন, আদি-কাল হইতে আজ পর্যন্ত সকলেই যদি জীবিত থাকিত, তবে এই ভূ-পৃষ্ঠে থাকিবার স্থান হইত না। ফলকথা, কবরসমূহ পাকা হইলে ভূ-পৃষ্ঠের উপর এই সংকীর্ণতা দেখা দিত। এখন তো পূর্ব কালের মৃতলোকদের সমাধি স্থানেই সকলে বাস করিতেছে, তাহাদের কবরের বরং তাহাদের দেহের মাটি দ্বারা মানুষ ঘর-বাড়ী এবং হাড়ি-পাতিল ও ভাণ্ড-বাসন নির্মাণ করিতেছে। সম্ভবতঃ আমাদের ঘরের কলসী, সোরাহী ও বাসন-পত্র আমাদেরই পূর্ব পুরুষের দেহের মাটি দ্বারা নির্মিত।

জনৈক দিব্য চক্ষু সম্পন্ন বুযুর্গ লোকের কাহিনী মনে পড়িল। দিব্য চক্ষু বিশিষ্ট একজন মৌলবী ছাহেব কোন এক গ্রামে গেলেন, সেই গ্রামে একটি বিচিত্র

www.BANGLAKITAB.com

পেয়ালা ছিল, যাহাতে প্রত্যেক মৌসুমেই পানি গরম থাকিত, শীত ঋতুর চিল্লার সময়েও। উক্ত মৌলবী ছাহেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : ইহা আমার নিকট রাখিয়া যাও, আদেশানুযায়ী উহা এক রাত্রের জন্য তাঁহার নিকট রাখা হইল। পরদিন সকাল বেলা দেখা গেল, উহাতে ঠাণ্ডা পানি রহিয়াছে। লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এই পেয়ালাটি একজন দোযখী লোকের দেহের মাটি দ্বারা নির্মিত। আজ আমি তাহার জন্য দোআ করিলে তাহার মাগফেরাত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পেয়ালার পানিও ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক আমি বলিতেছিলাম, কবর পাকা করিলে এসমস্ত অনর্থের সৃষ্টি হয়। মৃত্যু তো মানুষকে বিলুপ্ত এবং নিশ্চিহ্ন করার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে, অতঃপর স্থায়িত্বের সরঞ্জাম করা একটি অর্থহীন ব্যাপার।

॥ কবরের ফয়েযের রকম ॥

যদি কেহ বলেন, কবর হইতে ফয়েয লাভ হয় ; সুতরাং কবরগুলি স্থায়ী থাকা প্রয়োজন। আমি ইহার বাস্তবতা অস্বীকার করি না। কিন্তু প্রথমতঃ সেই ফয়েয্ ধর্তব্য এবং গণ্য নহে। কেননা, কবর হইতে যে ফয়েয্ লাভ করা যায়—তাহা এমন নহে যদ্দ্বারা কামালিয়াৎ হাছিল হইতে পারে ; বরং উহার মান এতটুকু যে, ছাহেবে নেসবৎ অর্থাৎ আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির সম্পর্ক কিঞ্চিৎ দৃঢ় হয়। সম্পর্কহীন লোক তো কোনই ফয়েয পায় না। সম্পর্কশীল ব্যক্তিও শুধু এতটুকু ফয়েযই পায় যে, সম্পর্কের মধ্যে সাময়িকভাবে একটু সবলতা আসে, এবং অবস্থার একটু উন্নতি হয়। কিন্তু উহা ক্ষণেকের জন্য মাত্র। ইহার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করুন—যেমন, তন্দুরের নিকট বা চুল্লীর নিকট কিছুক্ষণ বসিলে শরীর গরম হয় বটে ; কিন্তু চুল্লির নিকট হইতে একটু নড়িয়া গেলে বাতাস লাগা মাত্র সেই গরম আর থাকে না। পক্ষান্তরে জীবিত পীর হইতে যে ফয়েয পাওয়া যায়, উহাকে শক্তিবর্ধক ঔষধের ন্যায় মনে করুন। উক্ত ঔষধ সেবন করিলে যেই শক্তি ও উত্তাপ দেহে উৎপন্ন হয় তাহা সমস্ত শরীরের মধ্যে মিশিয়া যায় এবং স্থায়ী থাকে। বিশেষতঃ সম্পর্কশালী ব্যক্তির প্রথমতঃ কবর হইতে ফয়েয লওয়ার আবশ্যকই নাই। তাহার জীবিত পীরের ফয়েযই তাহার জন্য বহু কবরের ফয়েয হইতে অধিক হিতকর। আর যদি কবরের ফয়েযের প্রয়োজন থাকে—তথাপি কোন পীরের সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট লোকের পাকা কবরের প্রয়োজন নাই। কেননা, সে লক্ষণেই বুঝিতে পারিবে যে, এখানে কোন কামেল লোক কবরস্থ রহিয়াছে। সুতরাং ফয়েযের ওজুহাতেও কবর পাকা করার প্রয়োজনীয়তা রহিল না।

www.BANGLAKITAB.com

॥ এবাদতের বরকত ॥

আমি বলিতেছিলাম—আল্লাহ্‌ওয়ালাদের চেয়ে অধিক সম্মানী কেহ নহে। তাঁহাদের সম্মান ও মহত্ত্ব মৃত্যুর পরেও বিদ্যমান থাকে, যদিও কবরের কোন চিহ্ন না থাকুক। এইরূপে প্রকৃত আরামও তাঁহাদের প্রাপ্য। যেমন, আমি এই মাত্র প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি। তবে দুনিয়ার শান্তিও যখন তাঁহারাই অধিক ভোগ করিতেছেন, সম্মানও সকলের চেয়ে অধিক পাইতেছেন; সুতরাং দুনিয়াতেও তাঁহাদের চেয়ে অধিক সফলকাম কেহই নহে। এই কারণেই আমি বলিয়া থাকি—আল্লাহ্ তা'আলা এবাদতের সাকুল্য বিনিময়ই আখেরাতের জন্য বাকী রাখেন নাই। আখেরাতে তো এবাদতের বিনিময় পাওয়া যাইবেই—দুনিয়াতেও পাওয়া যাইতেছে--তাহাই এই শান্তি, নিরুদ্বেগ সম্মান এবং মহত্ত্ব। যেমন, কোরআন বলিতেছে : اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ "আল্লাহ্ তা'আলার যেকেরের ফলে মনে প্রশান্তি আসে।" অন্যত্র বলিতেছে : فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً "এবাদত ও যেকেরের ফলে এবাদতকারীগণ ইহজগতে উত্তম জীবন লাভ করেন," রাজা বাদশাহ্‌গণ যেই জীবনের হাওয়াও পায় না। অতঃপর তাঁহাদিগকে ইহজগতে অকৃতকার্য বলিতে পারে এমন মুখ কাহার আছে? অতএব, খোদার প্রেমিক সত্যিকারের প্রেমিক হইলে দুনিয়াতেও বিফলকাম হন না আখেরাতেও অকৃতকার্য হন না। দুনিয়ার সফলতা তো তাহাই--যাহা আমি এইমাত্র বর্ণনা করিলাম। আর তাহাদের আখেরাতের কৃতকার্যতা সকলেই জানেন যে, এবাদতকারীদের নিমিত্ত সেখানে কত নেয়ামত এবং শান্তি রহিয়াছে। হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ রহিয়াছে :

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ *

"আমার নেক্‌কার বান্দাগণের জন্য এমন নেয়ামত প্রস্তুত রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু কোন দিন দেখে নাই, কান কোন দিন শোনে নাই এবং কোন মানুষের অন্তরে কখনও ইহার কল্পনা উদিত হয় নাই।"

॥ নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর ত্রুটি ॥

আমার বর্ণনা খুবই দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে! এতগুলি কথা এই প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিলাম যে, যদি কাহারও পক্ষে কোরআন শরীফ পড়া শুদ্ধ করিয়া লওয়ার আশা না থাকে, তবে সে নিজের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করার পর আর অকৃতকার্য বলিয়া গণ্য হইবে না; বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে শুদ্ধরূপে পাঠকারীদের সমান-বরঞ্চ তাহা অপেক্ষা অধিক সওয়াব দান করিবেন। এই প্রসঙ্গেই এই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল যে,

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ্ তা'আলার এক বিচিত্র দরবার, এখানে কোন চেষ্টাকারীই বিফল হয় না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা শুধু মানুষের চেষ্টাই দেখিয়া থাকেন। তাহা ফলবতী হউক বা না হউক। অতএব, আর কাহারও পক্ষে কোরআন তেলাওয়াৎ এবং উহার হরফগুলির বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখিয়া লওয়া সম্বন্ধে কোন টালবাহানা করিবার সুযোগ রহিল না। আলহামদু লিল্লাহ্! এখন আমি দলিলের সাহায্যেও এবং দৃষ্টান্তের সাহায্যেও একথা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, কোরআনের শব্দগুলি এবং উহাদের অন্তর্নিহিত অর্থ উভয়ই প্রয়োজনীয়। আর যাহারা বলেন যে, অর্থ না বুঝিয়া কোরআন পড়িলে কি লাভ? তাঁহারা বড় জঘণ্য কথা বলিয়া ফেলেন। ইহাতে ঈমান বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।

আমার উপরোক্ত বর্ণনা—এমন একটি কথার জবাব ছিল যাহার সহিত নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের দুর্নাম জড়িত। বস্তুতঃ ইহারা অতি সত্বর দুর্নামগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কারণ—তাহাদের আকৃতি, রীতি-পদ্ধতি এবং এবং বাহ্যিক চালচলন ইসলামী বিধানের বিপরীত। কিন্তু খোদা না করুন, তাঁহাদের মধ্যে সকলের আকায়েদ খারাপ নহে; বরং কাহারও কাহারও আকীদা ভালও আছে। কেবল বাহ্যিক আকৃতির কারণেই তাঁহারা দুর্নামগ্রস্ত।

আমি একবার ঢাকায় বিশেষ করিয়া নবাব সাহেবের আত্মীয়-স্বজনদের এক খাছ সভায় ওয়ায করিয়াছিলাম। তাহাতে অধিকাংশ আধুনিক ভাবধারার লোকই ছিলেন। উক্ত সভায় আমি বিশেষ করিয়া আকীদা সংশোধন করা সম্বন্ধেই বলিয়াছিলাম যে, আপনারা যদি নিজদিগকে সকল বিষয়ে সংশোধন নাও করিতে পারেন, তবে অন্ততঃ দুইটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করুন। প্রথমতঃ, নিজেদের আকীদা দুরুস্ত করুন। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত না-জায়েয কাজ আপনারা করিতেছেন উহাদিগকে হারাম মনে করিয়া করিবেন। টানা হেঁচড়া করিয়া উহাদিগকে জায়েয করার চেষ্টা করিবেন না। কেননা, আপনাদের অর্থহীন ব্যাখ্যায় হারাম কাজ কখনও হালাল হইতে পারে না। কিন্তু এই উল্টা ব্যাখ্যার এক কুফল এই দাঁড়াইবে যে, আপনারা হারামকে হালাল মনে করিতে আরম্ভ করিবেন। অথচ হারামকে হালাল মনে করা কুফরী। নিশ্চিত পর্যায়েরই হউক কিংবা ধারণাকৃত পর্যায়েরই হউক। যাহা হউক, এই অবস্থা বড়ই ভয়ানক। আর যদি হারাম মনে করিয়া করেন, তবে কুফরীর আশঙ্কা থাকিবে না। কেবল গুনাহ্গার হইবেন। ইহা কুফরী অপেক্ষা হাল্কা। আর একটি কথা এই যে, আপনি ইহাকে হারাম মনে করিতে থাকিলে বিচিত্র নহে যে,কোন সময় তওবা করারও তাওফীক হইতে পারে। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, সারা জীবনের মধ্যে আপনি এসমস্ত কাজ ত্যাগ করিতে পারিবেন না,তবুও কুফরী হইতে তো রক্ষিত থাকিবেন। এই বিষয়টি আরও একটি খাছ মজলিসে বর্ণনা করিয়াছিলাম। তখনকার

www.BANGLAKITAB.com

মত তাঁহাদের মনোভাব প্রকাশ করা হইতে বুঝিয়াছিলাম তাঁহাদের অনেকের আক্বীদাই দুরুস্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এযাবৎ যাহা বলিয়াছি, তাহা তো ছিল নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের সন্দেহের উত্তর।

।। মূর্খ দরবেশদের ভুল ।।

আর এক সন্দেহ রহিয়াছে দরবেশদের মধ্যে—যাহারা ধার্মিক শ্রেণীর মধ্যে উচ্চস্তরের বলিয়া পরিগণিত। আর মুসলিম সমাজের ঝোঁক সাধারণতঃ দরবেশদের প্রতি বেশী। এমনকি, আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরাও দরবেশদের প্রতি রুজু করিয়া থাকেন। তাঁহারাও দরবেশদের ভক্ত। তাহা প্রকৃত দরবেশই হউক কিংবা কপট দরবেশই হউক। ইহার কারণ এই যে, সাধারণ লোকেরা দরবেশদিগকে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ক্ষমতা সম্পন্ন বলিয়া মনে করে এবং এসম্বন্ধে একটি বয়েতও প্রসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ঃ

اولیا را ہست قدرت از الٰہ + تیر جستہ باز گرداند زراہ

"ওলিআল্লাহ্‌গণের ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলা হইতে প্রাপ্ত। তাঁহারা নিক্ষেপিত তীরও ফিরাইয়া আনিতে পারেন।"

কিন্তু সাধারণ মানুষ এই বয়েতটির অর্থ যাহা বুঝিয়া লইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, ইহাতে 'ز الٰہ।' অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ তা'আলা হইতে" কথাটি উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব, বুঝিতে হইবে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ এবং তকদীরই আসল নির্ভর। কাজেই এখানেও সম্বন্ধ আল্লাহ্ তা'আলারই সঙ্গে যাহাকিছু হয় আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতেই হইয়া থাকে। যাহা হউক, ইহাদের মধ্যে কতক দরবেশ বলিয়া থাকেন যে,শরীয়তের 'যাহের' এবং 'বাতেন' দুইটি দিক আছে। একটি বাহ্যিক আর একটি আভ্যন্তরিক। ইহাদের মধ্যে অভ্যন্তরই আসল উদ্দেশ্য। বাহিরের আকার উদ্দেশ্য নহে। আর কোরআনের শব্দসমষ্টি এবং এইরূপে নামায ও রোযার 'আরকান' এই সমস্ত বাহিরের আকার। অতএব, উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে তাহারা এরূপ আক্বীদাও পোষণ করে যে, অভ্যন্তর ও হাক্বীকৎ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিলে আর এবাদতের প্রয়োজন থাকে না। আমি বলি, ইহা শরীয়তের হুকুম। এক্ষেত্রে কাহারও নিজস্ব মত কিংবা দিব্য চক্ষুর দর্শন কোন কাজে আসিবে না। শরীয়তের ঘোষণাই চরম বলিয়া ধর্তব্য—শরীয়ত বলিতেছে ঃ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ "তোমরা মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যন্ত তোমাদের প্রভুর এবাদৎ কর।" ইহাতে বুঝা যায়—মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত এবাদৎ অপরিহার্য কর্তব্য। বাহির এবং অভ্যন্তর উভয়ের সহিতই এবাদতের সম্পর্ক; বরং এবাদতের অধিকাংশই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ। অন্তরের দ্বারা কেবল নিয়ত করা শর্ত।

www.BANGLAKITAB.com

সুতরাং "শুধু ভিতরই উদ্দেশ্য, বাহির উদ্দেশ্য নহে" ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু এই মূর্খ দরবেশগণ আরও ধৃষ্টতা এই করিতেছে যে,এই আয়াতটির অর্থই বিগ্‌ড়াইয়া দিয়া বলিতেছে যে,এখানে يقين শব্দের উদ্দেশ্য বেলায়েতের একটি খাছ স্তর। তরীকত পন্থী উক্ত স্তর পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিলে এবাদত মাফ হইয়া যায় এবং এবাদতের হুকুম উহার পূর্ব পর্যন্ত। এই স্তরে পৌঁছিলে—শুধু আভ্যন্তরীণ অঙ্গ দ্বারা এবাদত করিবার নির্দেশ থাকে—অর্থাৎ কেবল মনে মনে আল্লাহ্‌র যেকের করিতে থাক। বাহ্যিক আকারের এবাদত—নামায রোযার প্রয়োজন থাকে না। ইহাকে তাহারা "কলন্দরী তরীকা" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকে। কিন্তু এক মাত্র "তাসাওওফ" সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণেই তাহারা এসমস্ত সর্বনাশা উক্তি করিয়া থাকে।

॥ কলন্দরীর স্বরূপ ॥

'কলন্দর' শব্দটি সুফিয়ায়ে কেরামের একটি খাছ পরিভাষা। ইহার অর্থ 'তাসাওউফ' শাস্ত্রে অভিজ্ঞ লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। এই বিষয়ে অনেক কিতাব লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "আওয়ারেফুল মাআরেফ" নামক কিতাবটি খুবই ভাল। ঐসমস্ত কিতাবে "কলন্দর" শব্দের স্বরূপ খুব বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, ইত্যাদি যাহারা বাহিরের এবাদত কম করেন অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র যেকের এবং ধ্যান নফল ও মুস্তাহাব নামাযের চেয়ে অধিক করেন। মোটকথা, তাহারা নফল নামায অধিক না পড়িয়া আল্লাহ্‌র যেকের-ফেকেরে অধিক মশ্‌গুল থাকেন। ইহার অর্থ এই নহে যে, তাঁহারা ফরয এবং ওয়াজেবকেও ত্যাগ করেন। কিন্তু আজকাল 'কলন্দর' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ব্যক্তি "চার আবরু" অর্থাৎ, দাড়ি, গোঁপ এবং চোখের উপরিস্থ দুই ভ্রূ কামাইয়া ফেলে এবং মাথা মুড়াইয়া ফেলে। এই ধরণের কলন্দরী তো খুব সস্তা মূল্যেই লাভ করা যায়। নাপিতকে দুই পয়সা দিয়া যাহার ইচ্ছা সেই 'কলন্দর' সাজিতে পারে। এই কথাটিই কবি বলিতেছেন :

نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند + نه هر که آئینه دارد سکندری داند

هزار نکتهٔ باریک تر ز مو این جاست + نه هر که سر بتراشد قلندری داند

"কৃত্রিম উপায়ে চেহারা উজ্জ্বল করিলেই যে, প্রেমিকতা জানে তা নহে। আয়নার অধিকারী হইলেই যে, সেকান্দরী জানে তাহা নহে। এশ্‌কের ক্ষেত্রে এমন অনেক সূক্ষ্ম রহস্য আছে যাহা কেশ হইতেও সূক্ষ্ম। মাথা মুড়াইলেই যে, কলন্দরী জানে তাহা নহে।"

কলন্দরের বিপরীত আর এক দল আছে যাহাদিগকে "মালামতি" বলা হয়। ইহাও একটি পারিভাষিক শব্দ। যাহারা প্রকৃতপক্ষে এবাদত অধিক পরিমাণেই করেন, কিন্তু লোক-চক্ষু হইতে উহাকে গোপন রাখার জন্য খুবই যত্নবান থাকেন।

www.BANGLAKITAB.com

এরূপ 'আবেদ'কে "মালামতী" বলা হয়। ইহাদের বাহিরের অবস্থা দেখিয়া সর্বসাধারণ মনে করে—ইহারা সাধারণ লোকের চেয়ে অধিক কিছুই করেন না। ইহারা কেমন বুযুর্গ। কিন্তু আজকাল 'মালামতী' ঐ সমস্ত লোককে বলা হয়, যাহারা শরাব, কাবাব এবং যেনাকারীর সহিত আবার 'সুফী' হওয়ার দাবী করে। একেবারে মূল শব্দের অর্থই বিগড়াইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, এ সমস্ত শব্দ পারিভাষিক। এ সমস্ত শব্দের অর্থ তাসাওউফ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লও। নিজের তরফ হইতে মন গড়া অর্থ বলার অধিকার তোমাদের নাই।

যদি কেহ বলেন : "لَا مُشَاحَّةَ فِي الْاِصْطِلَاحِ পরিভাষায় কোন দোষ নাই। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী পৃথক পরিভাষা রচনা করিয়া লওয়ার অধিকার আছে।" আমি তদুত্তরে বলিব, আপনাদের প্রবর্তিত "কলন্দরী" পরিভাষার সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই ; বরং শরীয়ত এরূপ কার্যকে খোদাদ্রোহিতা ও বেদ্বীনী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। পূর্ব বর্ণিত আয়াতের যে অর্থ তোমরা গ্রহণ করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ ভুল ; কেননা يَقِيْن শব্দের দ্বারা বেলায়েতের বিশেষ স্তর উদ্দেশ্য লওয়া তোমাদেরই পরিভাষা। কোরআন তোমাদের পরিভাষা অনুযায়ী নাযেল হয় নাই ; বরং আরবী ভাষায় নাযিল হইয়াছে, আরবী লোগাতের কিতাব তোমাদের সম্মুখেই রহিয়াছে। লোগাত দেখাইয়া বল—তোমরা যেই অর্থ বলিতেছ ইহা কি কোন কিতাবে লেখা আছে ? অন্যথায় আমার নিকট শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি, يَقِيْن শব্দ যখন اَتٰى অর্থাৎ 'আসা' ক্রিয়ার কর্তা হয়, তখন উহার অর্থ হয় মৃত্যু। সর্বসাধারণ তাফ্‌সীরকারগণ এই ভিত্তিতেই বলিয়াছেন যে, এস্থলে يَقِيْن শব্দের অর্থ মৃত্যু। এই তো বলিলাম আভিধানিক প্রমাণ।

তাফ্‌সীরকারদের নিকট শরীয়তানুগ আরও একটি খুব শক্তিশালী দলিল বিদ্যমান আছে। তাহা এই যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (দঃ) ফরয তরকের জন্য যে সমস্ত শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন উহা হইতে কাহাকেও বাদ দেন নাই। সুতরাং "কোন বিশেষ স্তরে পৌঁছিলে বাহ্যিক এবাদতসমূহ মাফ' হইয়া যায়," এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ; বরং ব্যাপার ইহার বিপরীত। কেননা, নৈকট্য যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই এবাদতের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মুস্তাহাব এবং সুন্নতে-গায়ের মুয়াক্কাদাহ্ ত্যাগ করার জন্য সাধারণ লোককে কোন শাস্তি প্রদান করা হইবে না। কিন্তু সান্নিধ্য প্রাপ্ত খাছ লোকগণ সুন্নতের একটুখানি ব্যতিক্রম করিলেও তজ্জন্য জবাবদিহী করিতে হইবে। দুনিয়াতেও ইহার নযীর বিদ্যমান আছে, অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক কোর্টে কোন প্রকার বেআদবী বা বে-আইনী কাজ করিলে তজ্জন্য তাহাকে পাকড়াও করা হয় না। কিন্তু পেশ্‌কার যদি অসঙ্গত সামান্য একটু কথাও বলে কিংবা বিনা কারণে হাসে,তবে

www.BANGLAKITAB.com

তাহার বিপদ হয়। نزدیکاں را بیش بود حیرانی অর্থাৎ, "নিকটবর্তী লোকের পেরেশানী অধিক।" সুতরাং বিস্ময়ের উপর বিস্ময় এই যে, খোদার নিকটবর্তী হইয়াও মানুষ শরীয়তের বিধান হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া যাইবে? ইহা কখনই হইতে পারে না। আপাততঃ যদি ইহা মানিয়াও লওয়া হয় যে, আকৃতি উদ্দেশ্য নহে; বরং শুধু অভ্যন্তরই উদ্দেশ্য, তবুও ইহা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, নামায রোযা মা'ফ হইয়া যাইবে। কেননা, অভ্যন্তরের অবস্থা বিভিন্ন প্রকারের। যেমন মিষ্টতা বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। পেয়ারার মিষ্টতা এক রকম, আনারের অন্য রকম, আমের আর এক রকম, ইক্ষুর আর এক রকম। ইহা সুস্পষ্ট যে, ইহার সবগুলিতে মিষ্টতা আছে। কিন্তু রকম ভিন্ন ভিন্ন, তবে কি কেহ বলিতে পারে যে, ইক্ষু চোষণ করিলে আনার কিংবা আমের স্বাদ পাইবে। কখনও না। এই প্রকারে আমি বলি, যে অভ্যন্তরকে আপনারা উদ্দেশ্য মনে করেন উহাও বিভিন্ন প্রকারের। একটি নামাযের রূহ্, তাহা নামাযের দ্বারাই লাভ করা যাইবে, আর এক রূহ্ রোযার, তাহা রোযার দ্বারাই হাছেল হইবে, আর এক রূহ্ তেলাওয়াতে কোরআনের, তাহা কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের দ্বারাই লাভ করা যাইবে। ইহা কখনও হইতে পারে না যে, শুধু মনে মনে আল্লাহ্‌র যেকের করিলেই নামাযের রূহ্ হাছিল হইবে এবং রোযার রূহ্‌ও হাছিল হইবে, কোরআন তেলাওয়াতের রূহ্‌ও হাছিল হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি, অভ্যন্তরই উদ্দেশ্য; কিন্তু সেই অভ্যন্তর বাহিরের উক্ত বিশেষ আকার অবলম্বন ভিন্ন কখনও হাছিল হইতে পারে না। যদি কেহ এরূপ দাবী করে যে, নামায না পড়িয়াই সে নামাযের রূহ্ হাছিল করিয়া ফেলিয়াছে, তবে সে মিথ্যাবাদী। ইহার দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণরূপে ঐ ব্যক্তি যে ইক্ষুর রস চুষিয়া বলে যে, আমি আনার ও আমের মিষ্ট স্বাদ উপভোগ করিয়াছি। সুতরাং আমি বলি: হে দরবেশগণ! কান খুলিয়া শ্রবণ কর। নামায এবং তেলাওয়াতে কোরআনের 'রূহ' নামায পড়িলে এবং কোরআন তেলাওয়াত করিলেই হাছিল হইতে পারে, উহা ব্যতীত কিয়ামত পর্যন্ত উহাদের রূহ্ পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব, তাহাদেরও অবশ্য কর্তব্য কোরআন তেলাওয়াত করা এবং বিশেষ ভাবে উহার জন্য চেষ্টা করা এবং শুধু যেকের ফেকেরকে যথেষ্ট মনে না করা, ইহা দরবেশদের ভুল।

আলেম সমাজের ভুল

এখন আমি নিজের সমাজেরও একটি ভুল প্রকাশ করিতেছি, অর্থাৎ, আলেম সম্প্রদায়ের। তাঁহারা যেন নিজদিগকে সকলের চেয়ে ভাল মনে করিয়া আনন্দিত না হন। বরঞ্চ তাঁহারাও একটি ভুলের মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। তাহা এই যে, আলেম সমাজ শুধু কিতাবী এলম শিক্ষা করাকেই যথেষ্ট মনে করিয়া লইয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

এল্‌ম শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী আমল করা দরকার মনে করেন না। অথচ আমলের উদ্দেশ্যেই এল্‌ম শিক্ষা করা। এরূপ আলেমদের অবস্থা এই যে, তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ স্বভাব দুরুস্ত নহে। তাহা দুরুস্ত করার চিন্তাও তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের মধ্যে দুইটি স্বভাব আমার নিকট খুবই অপছন্দনীয়। একটি ধন-দৌলতের লিপ্সা আর একটি সম্মানের লিপ্সা।

এই দুইটি লিপ্সাই আলেম সমাজকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে মুদার্‌রেসগণের অবস্থা এই যে, তাঁহারা বেতনের জন্য পাগল, ইহা নিতান্ত খারাপ। এই কারণেই কোন মাদ্রাসার পরিচালক কোন মুদার্‌রেসের উপর নির্ভর করিতে পারেন না। ইনি স্থায়ী থাকেবেন কি না। কেননা, অন্য স্থান হইতে পাঁচ টাকা অধিক বেতনে দাওয়াত পাইলেই উক্ত মুদাররেস ছাহেব এই মাদ্রাসা পরিত্যাগ করিয়া সেদিকে চলিয়া যান। যদিও প্রথম স্থানে দীনের খেদমত অধিক এবং পরিবর্তী স্থানে দীনের খেদমত নামে মাত্র। অথচ প্রথম মাদ্রাসা হইতে তিনি যে বেতন পাইতেন তাহাতে আরামের সহিত তাঁহার দিন চলিয়া যাইতেছিল, এরূপ আচরণ প্রকাশ্য ধর্ম-বিক্রয়। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, কেবল বেতনই তাঁহার উদ্দেশ্য, ধর্মের খেদমত উদ্দেশ্য নহে। অবশ্য পূর্বোক্ত মাদ্রাসার বেতনে যদি দিন নির্বাহ না হয় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় কার্যে টানা-টানি বা সঙ্কীর্ণতা হয়, তবে অধিক বৈতনে অন্যত্র যাওয়া দূষণীয় নহে। কিন্তু শর্ত এই যে, বাস্তব প্রয়োজনসমূহে টানাটানি হওয়া চাই। অতিরিক্ত প্রয়োজনসমূহে টানাটানি হইলে তাহা ধর্তব্য নহে। তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনই নহে। ঐব্যক্তি অযথা উহাকে প্রয়োজনের শামীল করিয়া রাখিয়াছে। অতএব, ইহা নিতান্ত অশোভনীয় কার্য, দীনের আলেম হইয়া ধন-দৌলতের লোভী হইবে।

তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় রোগ সম্মানের লিপ্সা। ইহার কারণে আলেমদের মধ্যে দলাদলি আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিজের একটি পৃথক দল গঠনের চিন্তায় আছেন, ধন-দৌলতের ব্যাপারে তো আলেমদের রুচি এইরূপ হওয়া উচিত :

اے دل آں بہ کہ خراب از مئے گلگوں باشی + بے زر و گنج بصد حشمت قارون باشی

অর্থাৎ, আলেমদের উচিত, নিজেদের অভাবের মধ্যে মত্ত থাকা এবং অপর হইতে নিজকে অভাবশূন্য মনে করা। দুনিয়াদারগণের ধন-দৌলতের প্রতি দৃষ্টিপাতও না করা। ইহা শুধু কথার কথাই নহে; বরং আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ ইহাকে কার্যে পরিণত করিয়াও দেখাইয়াছেন।

জনৈক বাদ্‌শাহ্ কোন একজন বুযুর্গলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। খান্‌কার দরজায় পৌঁছিলে দ্বারবান বাধা দিয়া বলিল, থামুন, আমি আগে শায়খ্‌কে সংবাদ দেই অনুমতি হইলে ভিতরে যাইতে পারিবেন। দ্বারবানের এই ব্যবহার বাদশাহের নিকট খুব খারাপ বোধ হইল। কিন্তু শায়খের প্রতি শ্রদ্ধা মনে লইয়া

www.BANGLAKITAB.com

আসিয়াছেন,কাজেই নীরব রহিলেন। দ্বারবান ভিতরে যাইয়া শায়খ্‌কে বলিল : বাদশাহ্ দ্বারে দণ্ডায়মান, হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তিনি অনুমতি প্রদান করিলে বাদশাহ্ ভিতরে গেলেন। এমনিই তো দ্বারবানের ব্যবহারে রাগান্বিত ছিলেন। বুযুর্গের সম্মুখে যাইতেই হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন : در درویش را دربان نباید "দরবেশের দ্বারে দারওয়ান থাকা উচিত নহে।" শায়খ তৎক্ষণাৎ উত্তরে বলিলেন : بباید تا سگ دنیا نیاید "হাঁ উচিত, যেন দুনিয়ার কুকুর আসিতে না পারে।" বাদ্‌শাহ্ লজ্জিত হইয়া গেলেন।

এইরূপে বাদশাহ শাহজাহান হযরত শায়খ সালীম চিশ্‌তী রাহেমাহুল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, শায়খ পূর্বে নিজের পা গুটাইয়া বসিয়াছিলেন। বাদ্‌শাহ তথায় পৌঁছিতেই তিনি নিজের পা দুইখানি ছড়াইয়া দিলেন। বাদশাহর সঙ্গে একজন আলেম লোকও ছিলেন। তিনি শায়খের এই ব্যবহারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কখন হইতে পা লম্বা করিয়া দিলেন? শায়খ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, যখন হইতে হাত গুটাইয়াছি।

এসমস্ত মহাপুরুষ নিজদিগকে পরের মুখাপেক্ষী মনে করেন না বলিয়া সামাজিক শিষ্টাচারও মানিয়া চলেন না। এই কথাটি হযরত আরেফ শীরাযী নিজের কবিতায় বলিতেছেন :

اے دل آن بہ کہ خراب از مئے گلگوں باشی + بے زر و گنج بصد حشمت قارون باشی

"হে মন! দরিদ্রতা ও ফকীরীর রঙ্গীন শরাবে মত্ত থাকা তোমার জন্য, কারূনের ন্যায় ধনবান হইয়া মহা জাঁকজমকে থাকা অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম।" উপরোক্ত 'বয়েতে' আরেফ (রঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহা ছিল—ধন-দৌলতের মহব্বত সম্বন্ধে। আর একটি 'বয়েতে' তিনি সম্মানের লিপ্‌সা সম্বন্ধে বলিতেছেন :

در رہ منزل جاناں کہ خطر ہاست بجاں + شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی

"প্রিয়তমে এশ্‌কের পথে, যেখানে জানের উপর বিপদ অসংখ্য, প্রথম পদক্ষেপের শর্ত এই যে, মাজ্‌নু হইতে হইবে।"

এখানে 'মাজ্‌নু' শব্দের অর্থ 'বিলীন'। কেননা, আশেককে মাজ্‌নু বলা হয়। আর আশেক সর্বদা বিলীনই হইয়া থাকে। অর্থাৎ, নিজের মান-সম্মান সবকিছু প্রিয়তমের জন্য উৎসর্গ করিয়া দেয়; যেমন কবি বলেন :

عاشق بد نام کو پروائے ننگ و نام کیا + اور جو خود ناکام ہو اس کو کسی سے کام کیا

"বিফলকাম আশেকের মান-সম্মানের কোন পরওয়া নাই। যে ব্যক্তি নিজেই অকৃতকার্য অন্য কাহারও সঙ্গে তাহার কিসের কাজ?"

হযরত আরেফ (রঃ) আরও বলেন :

گرچہ بد نامی ست نزد عاقلاں + ما نمی خواہیم ننگ و نام را

www.BANGLAKITAB.com

"এশ্‌ক যদিও জ্ঞানবান লোকের নিকট দুর্নামের বিষয়। কিন্তু (আমরা মাজ্‌নু) আমরা মান-সম্মানের প্রত্যাশী নহি।"

আর মাওলানা বলেন :

عشق آں شعلہ ست کو چوں بر فروخت + هرچه جز معشوق باقی جمله بسوخت

"এশ্‌ক্ সেই অগ্নিশিখা যখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, একমাত্র মা'শুক ভিন্ন অপরাপর সকল বস্তুকেই জ্বালাইয়া ছাইভস্ম করিয়া ফেলে।"

আলেমগণের মধ্যে ইহাই প্রধান ত্রুটি—তাঁহারা এশ্‌করূপ মহা মূল্যবান ধন অর্জন করেন না। এই কারণেই তাঁহাদের মধ্যে সম্মানের লিপ্‌সা থাকিয়া যায়। এই কারণেই তাঁহাদের অন্তরে নেতৃত্ব এবং পদের চিন্তা বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেকে নিজের জন্য সেই নেতৃত্ব ও পদ লাভেরই চেষ্টা করেন। যেমন কেহ কেহ কাউন্সিলের মেম্বরী পদের ভোট পাওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

বন্ধুগণ! এই পদে বা নেতৃত্বে কোনই ইজ্জত নাই। আমাদের সম্মান তো ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে যে, আমরা মর্যাদার সর্বাপেক্ষা পিছনের সারিতে দাঁড়াই আর মানুষ আমাদিগকে টানিয়া সামনে লইয়া যায়। কিন্তু এখানে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টা। মানুষ আমাদিগকে পশ্চাতে রাখিতে চায় আর আমরা সম্মুখে যাইতে চাই। এই বিপদটি হইতে কেহ কেহ মুক্ত থাকিলেও আর একটি দোষের কথা বলিতেছি তাহা হইতে কেহই মুক্ত নহে। থাকিলেও ক্বচিৎ এক আধ জন। দোষটি এই—আজ যদি গ্রামের মধ্যে অন্য একজন ইমাম আসিয়া পড়েন—যিনি গ্রামের ইমামের চেয়ে কোরআন শরীফ ভাল পড়েন, কিংবা কোন 'ওয়ায়েয' আসিয়া পড়েন যিনি তাঁহা অপেক্ষা ভাল ওয়ায করেন, কিংবা মাদ্রাসায় আর একজন শিক্ষক আসেন যিনি আগের শিক্ষক অপেক্ষা ভাল পড়ান, তবে পুরাতন ব্যক্তি আগন্তুক ইমাম ও আলেমের প্রতি রাগান্বিত হন, হিংসা করেন এবং ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরেন। মুখে হয়ত কিছু বলেন না। অথচ সরলতা ও দ্বীনদারী ইহাকেই বলে যে, যদি নিজের সম্মুখে দীনের খেদমতকারী সহস্র জনও হয়, তবে এই মনে করিয়া হাজার হাজার আনন্দ করা উচিত যে, আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্ ধর্ম প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমার ওস্তাদ মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব (রঃ) বলিতেন : ভাই! কেহ যদি রাহে-নাজাতও পড়ায় কিংবা কায়দায়ে বোগদাদীও পড়ায় সে আমাদেরই সাহায্য করে। ইহার অর্থ এই যে, আমরা সারা দুনিয়ার মানুষকে শিক্ষা দিতে অক্ষম। অথচ কামনা এই যে, ঘরে ঘরে ধর্মের চর্চা হউক। অতএব, যে ব্যক্তি যেখানেই ধর্মের কাম করিতেছেন তিনি আমাদেরই সাথী ও সাহায্যকারী। অতএব, দেওবন্দের ন্যায় ছাহারানপুরে ও কানপুরে আরবী শিক্ষার মাদ্রাসা কায়েম হইয়াছে শুনিয়া আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত।

www.BANGLAKITAB.com

॥ আলেম সমাজকে সতর্কীকরণ ॥

আমি বিশেষ করিয়া আলেম সমাজকে বলিতেছি—নিজেদের মধ্যে এইরূপ রুচি উৎপন্ন করুন এবং নিজেদের আমল ও স্বভাব দুরুস্ত করুন। কিসের পদ এবং কিসের নেতৃত্ব? স্মরণ রাখিবেন! কাওমের দায়িত্ব আপনাদের ঘাড়ে। এমন না হয় যে, আপনাদের এসমস্ত কার্যের দরুন মানুষ ধর্মকে হীন মনে করিতে আরম্ভ করে। আমি দেখিতে পাইতেছি আপনাদের এসমস্ত কাজের কুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মানুষ আলেমদের লোভ-লালসা এবং দলাদলির কারণে দীনী এলমকে হীন মনে করিতেছে। আপনারাই সমাজকে ডুবাইয়াছেন। আপনারাই তাহাদের আমলকে বিনাশ করিয়াছেন। সর্বসাধারণ যখন আলেমদিগকে দলাদলি করিতে দেখিবে—তবে বলুন, তাহারা কি দলাদলি করিবে না? অবশ্যই করিবে। তখন তাহাদের সংশোধন করিতে যাইব—আমরা কোন মুখে?

বন্ধুগণ! তোমরা মুস্‌লিম সমাজের খাদেম—মাখ্‌দুম অর্থাৎ সেবার পাত্র নও, তবে রাস্তায় কোন সাধারণ লোককে দেখিলে তোমরা তাহাকে সালাম কর না, বরং তাহা হইতে সালাম পাওয়ার অপেক্ষায় থাক, ইহার কারণ কি? ইহাও সেই সম্মানের লিপ্‌সা ছাড়া আর কিছুই নহে। কেননা, তোমরা নিজেকে বড় মনে করিয়া থাক। আর কত কাঁদিব। হাজার হাজার কথা আছে। কবি বলেন:

یک تن و خیل آرزو دل بچه مدعا دهم + تن همه داغ داغ شد پنبه کجا کجا نهم

"এক দেহ, আর আকাঙ্ক্ষা অনেক, কোন্ আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিব? সারা শরীরে ক্ষত। কোন্ কোন্ জায়গায় পট্টি লাগাইব?"

একটি বিষয় হইলে উহার জন্য কাঁদা যায়! দুঃখের বিষয়, আমরা তো আপাদ মস্তক দোষের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছি।

বন্ধুগণ! আমাদের পূর্ব পুরুষগণ তো এরূপ ছিলেন না, বরং তাঁহাদের অবস্থা এই ছিল যে, হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মোয্‌হার ছাহেব নানুতোবী (রঃ) একদা তাঁহার 'খাটিয়ার' পায়ের দিকে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে ক্ষৌরী করার জন্য নাপিত আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি শিয়রের দিকে খালি জায়গা দেখাইয়া বলিলেন: "ভাই! বস!" সে বলিল: "আমি শিয়রের দিকে বসিতে পারি না। আপনি শিয়রের দিকে সরিয়া বসিলে আমি পায়ের দিকে বসিতে পারি।" তিনি বলিলেন: "তবে এখন চলিয়া যাও, যখন আমি শিয়রের দিকে বসিয়াছি দেখিতে পাও। তখন আসিয়া ক্ষৌরী করিও। আমি পায়ের দিক ছাড়িয়া শিয়রের দিকে যাইয়া বসিব, এত ঝামেলা এখন আমার দ্বারা হইবে না।" তখন অন্য একজন বুযুর্গ লোক তথায় বসিয়াছিলেন, তিনি নাপিতকে বলিলেন: "তুমিই বসিয়া যাও, তিনি এখন শিওরের দিকে বসিবেন না।" বন্ধুগণ! আমাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা তো এইরূপ ছিল।

www.BANGLAKITAB.com

।। আমলের উপযোগী দৃষ্টান্ত ।।

আমি যদিও কিছুই নই। কিন্তু আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌! আমি আমার পূর্বপুরুষগণের কার্য পদ্ধতির 'আশেক'। উহারই ফলে বিগত রমযান শরীফে সর্বসাধারণ জামে মসজিদের ইমামত গ্রহণ করার জন্য আমার নিকট অনুরোধ জানাইল। অথচ আদিকাল হইতেই ইমামত এবং খোৎবা পাঠের পদ আমাদের শহরে খতিবদের বংশেই রহিয়াছে। আমি—তাঁহাদের মধ্যেই আছি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অন্য বংশের লোকই জামে মসজিদের ইমামতি করিতেছিল। আল্লাহ্‌র কসম, এই কারণে আমার মনে এক দিনের জন্যও কোন সময় বিরূপ কল্পনা আসে নাই যে, ইমামতের পদ অন্যের কাছে কেন থাকিবে? কিন্তু এখন কোন কারণে জনসাধারণ পূর্ব ইমামের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে এবং আমাকে ইমাম নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছি, পূর্ববর্তী ইমাম স্বয়ং আমাকে এজাযত না দেওয়া পর্যন্ত আমি ইমামতি করিতে পারি না। (ফলে ইমামের পক্ষ হইতে) তাহারা আসিয়া আমাকে অনুরোধ করিলে আমি মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া পরিষ্কার বলিয়া দিলাম। আমি এখন আপনাদের অনুরোধে ইমামতি কবুল করিতেছি এবং পরিষ্কার বলিতেছি যে, মানুষ সাধারণতঃ ইমামতিকে যেমন নিজের হক বলিয়া মনে করিয়া থাকে আমি তদ্রূপ ইহাকে নিজের হক মনে করি না। আমার বংশের কেহ ওয়ারিশী সূত্রে ইহার দাবীদারও হইতে পারিবে না। শুধু এখনকার জন্য আমিই ইমাম থাকিব, যতদিন আপনারা আমার ইমামতিতে সন্তুষ্ট থাকেন। আপনাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও যদি অসন্তুষ্ট হয় চাই কি সে জোলাই হউক কিংবা তেলিই হউক। সে যখনই ডাকে আমার নামে একখানা কার্ড এই মর্মে ছাড়িয়া দিবে যে, "তুমি ইমামত ছাড়িয়া দাও" আমি সেই দিনই ইমামত ত্যাগ করিব। আল্লাহ্‌র শপথ—ইমামত, মিম্বর এবং ওয়াযের খাহেশ আমার নাই। মানুষ আমার নিকট হইতে মিম্বর এবং ওয়াযের কাজ লইতে থাকুক এবং যখন ইচ্ছা তাহা হইতে আমাকে নিষেধ করিয়া দেউক। আমার কোন হুজ্‌রাও যদি কাড়িয়া লওয়া হয় তাহাতেও আমার আফসুস্‌ থাকিবে না। আমি নিজের ঘরে কিংবা কোন জঙ্গলে বসিয়া খোদার যেকের করিতে থাকিব।

।। দুনিয়া ও ধর্মের শান্তির রহস্য ।।

দুঃখের বিষয় আজকাল আলেমদের মধ্যে এই বিষয়টি দেখা যায় না; বরং নানা স্থান হইতে আমার কানে আসিতেছে যে, তথায় ইমামতি লইয়া ঝগড়া-কলহ হইতেছে। ওয়ায লইয়া ঝগড়া হইতেছে। আসল ব্যাপার এই যে, উদ্দেশ্য হইল সম্মান ও মর্যাদা লাভ করা। তাহাতে অপর কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইলেই অসন্তোষের

www.BANGLAKITAB.com

সৃষ্টি হয়। খোদার সম্মতি উদ্দেশ্য নহে। খোদার সম্মতি উদ্দেশ্য হইলে এসমস্ত ইমামতি এবং পদ মর্যাদা জানের উপর বোঝা বলিয়া বোধ হইত।

আমাদের হাজী ছাহেবের এক ঘটনা—এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট এই মর্মে এক খানা চিঠি লিখিল যে, আপনার অমুক মুরীদ এরূপ এরূপ কাজ করিতেছে। তাহাকে নিষেধ করিয়া দিন। অন্যথায় জনসাধারণ আপনার প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ার আশংকা রহিয়াছে। হযরত জবাব দিলেন: ভাই! অপরের উপর কেন চাপাইতেছ। তুমি যদি শ্রদ্ধাহীন হইতে চাও, তবে হইয়া যাও, তোমাদের আস্থা হারাইবার কি ভয় তুমি আমাকে দেখাইতেছ? আমি তো খোদার কাছে এই কামনাই করি, মানুষ আমাকে ত্যাগ করুক। মরদুদ মনে করিয়া সকলে আমা হইতে আলাদা হইয়া যাউক। শুধু আমি থাকি আর আমার খোদা। তোমাদের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা তো আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। এক মনে খোদার ধ্যান করিবারও ফুরসুৎ পাইতেছি না। বস্তুতঃ আশেক কামনা করে যে, তাহার অবস্থা এইরূপ হউক:

چه خوش وقتے وخرم روزگارے + کہ یارے برخورد ز وصل یارے

"সেই সময়টুকু কতই না আনন্দের ও খুশীর—যখন প্রেমিক তাহার প্রিয়তমের মিলন-সুধা পান করে।"

ভাবিয়া দেখুন,যদি কাহারও এরূপ রুচি হয়,তবে পদ,ইমামত ও খ্যাতি তাহার নিকট ঘৃণেয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। আর যদি এরূপ রুচি না হয় এবং খ্যাতি লাভের লিপ্সা হয়,তবে তাহা লাভ করার এই পন্থা নহে যাহা আজকালের সাধারণ আলেমগণ অবলম্বন করিয়াছে। বরঞ্চ উহার পন্থাও নিজকে বিলীন করিয়া দেওয়া। নিজেকে যতই বিলীন করিতে চেষ্টা করিবে ততই খ্যাতি ছড়াইতে থাকিবে। অবশ্য খ্যাতি ছড়াইবার উদ্দেশ্যে নিজকে বিলীন করার চেষ্টাও নিন্দনীয় বটে। কিন্তু নিন্দনীয় হইলেও তাহাতে খ্যাতি অবশ্যই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে—যাহা তোমার কাম্য। এতদ্ভিন্ন আরও একটি উপকার এই হইবে যে, মুসলমানগণ তোমার দলাদলির ক্ষতি হইতে নিরাপদ থাকিবে। এই মর্মেই কোন কবি বলিতেছেন:

اگر شہرت ہوس داری اسیر دام عزلت شو + کہ در پرواز دارد گوشہ گیری نام عنقارا

"যদি খ্যাতির লোভ কর, তবে নির্জন কুটিরে নিজকে বন্দী কর। নির্জনতা অবলম্বনের কারণেই ওনকার নাম জগতময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।"

কিন্তু আমার বুঝে আসে না মানুষ সুখ্যাতির প্রত্যাশী হয় কেন? ইহাতে তাহারা কোন্ সৌন্দর্য দেখিতে পাইয়াছে? গভীর ভাবে চিন্তা করিলে তাহারা দেখিতে পাইবে – ইহার যথার্থতা শুধু এতটুকু যে,"মানুষ আমাকে বড় জানিবে।" ইহা নিছক একটি কল্পিত বস্তু। অতএব, ইহার লাভটুকু তো শুধু কল্পিত ও ধারণাপ্রসূত। কিন্তু উহার অনিষ্টকারিতা বাস্তবিক ও সুনিশ্চিত। এই মর্মেই মাওলানা রূমী বলেন:

www.BANGLAKITAB.com

اشتہار خلق بند محکم ست + بند ایں از بند آہن کے کم ست

چشمہا و خشمہا در شک ہا + بر سرت ریزد چو آب از مشکہا

"সুখ্যাতি মানুষের জন্য একটি মজবুত বেড়ি। ইহার বন্ধনী লৌহ-বন্ধনী অপেক্ষা একটুও কম নহে। নানাবিধ আশা, ভীতি ও সন্দেহ মোশক হইতে পানি ঢালার ন্যায় তোমার মাথার উপর ঢালিতে থাকে।"

খ্যাতনামা লোকের প্রতি মানুষের হিংসা ও শত্রুতা জন্মে। তাহার পিছে লাগিয়া যায়। বস্তির উপর কখনও শত্রুর আক্রমণ হইলে সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ লোকদিগকে হত্যা করা হয়। অবিখ্যাত হাবা বোকাদের কেহই জিজ্ঞাসা করে না; সুতরাং অবিখ্যাত থাকাতেই শান্তি। কবি বলেন:

خویش را رنجور ساز وزار زار + تا ترا بیروں کنند از اشتہار

"নিজেকে দুঃখ পীড়িত ও দুর্বল করিয়া রাখ, তাহা হইলে তুমি সুখ্যাতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।"

নিজেকে অখ্যাত ও গোপন করিয়া রাখ। দুনিয়ার শান্তিও ইহারই মধ্যে, আখেরাতের শান্তিও ইহারই মধ্যে। কেননা, অখ্যাত লোক একমনে নির্জনে বসিয়া আল্লাহ্‌র যেকের-ফেকের করার খুব সুযোগ পায়। আর নির্জন বসতির ফলে কল্‌ব্‌ খুবই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হইয়া থাকে। এসম্বন্ধে কবি বলেন:

قعر چہ بگزید ہر کو عاقل ست + زانکہ در خلوت صفائی ہا دل ست

"যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান সে কূপের গভীর কন্দর অবলম্বন করে। কেননা, নির্জন স্থানে থাকিলে অন্তর স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়।

।। সাধারণ লোকের সংশোধনের উপায় ।।

তবে হাঁ, স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা যাহাকে বিখ্যাত করেন এবং সে নিজে সুখ্যাতির প্রত্যাশী না হয়, তবে সে অপারগ এবং এই বাধকতার কারণে এই সুখ্যাতিতে তাহার কোন ক্ষতিও হয় না। কেননা, গায়েব হইতে সে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি সুখ্যাতির প্রত্যাশী হইবে অবশ্যই সে সুখ্যাতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ইহার প্রমাণ হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ছহীহ্‌ হাদীস। হুযুর (দঃ) আবদুর রহমান ইব্‌নে সামুরাহ্‌ নামক ছাহাবীকে বলিয়াছেন:

لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا (متفق علیہ)

"নেতৃত্বের প্রত্যাশা করিও না। কেননা তোমার প্রার্থনানুসারে যদি তোমাকে উহা প্রদান করা হয়, তবে তোমাকে উহার হাতে সপর্দ করা হইবে। (আল্লাহ্‌র তরফ

www.BANGLAKITAB.com

হইতে কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না) আর তোমার প্রার্থনা ব্যতীত যদি এমনিই তোমাকে নেতৃত্ব প্রদান করা হয়, তবে উহা রক্ষা করার জন্য গায়েব হইতে তোমাকে সাহায্য করা হইবে। (বোখারী ও মুছলিম)

এই বিষয়টি আমি এই উদ্দেশ্যে বর্ণনা করিলাম যে, আমি শুনিতে পাইলাম, এই শহরে ইমামতি প্রভৃতি লইয়া খুব ঝগড়া হয়। অতএব, আলেম সম্প্রদায়ের অবশ্য কর্তব্য—যদি একজন লোকও তাঁহাদের কাহারও ইমামতিতে অসন্তুষ্ট থাকে তৎক্ষণাৎ তিনি ইমামতি ত্যাগ করেন। অতঃপর ইন্‌শা আল্লাহ্‌ সেই অপসারণকারীই অতি সত্বর সম্মুখে আসিয়া হাত জোড় করিবে। স্মরণ রাখিবেন। আলেম সম্প্রদায় যে পর্যন্ত ধন-দৌলত ও মান-মর্যাদার মোহ ত্যাগ না করিবেন, সে পর্যন্ত সর্বসাধারণের সংশোধন হইতে পারে না। সাধারণের দৃষ্টিতে ধর্মের সম্মান বা মর্যাদাও হইতে পারে না।

এই বর্ণনা খুবই দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। সময়ও অনেক্ষণ অতীত হইয়াছে, কিন্তু আশা করি, সবকিছু প্রয়োজনের অনুরূপই বর্ণনা করা হইয়াছে। আজিকার ওয়াযে সকল সম্প্রদায়কে স্পর্শ করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া সকলের নিকটই তিক্ত বোধ হইবে। কিন্তু তিক্ত হইলেও মসলাযুক্ত, স্বাদ-শূন্য তিক্ত নহে; বরং এই তিক্ততা তামাক এবং আফিমের তিক্ততার ন্যায়। একবার কেহ ইহার তিক্ততা বরদাশ্‌ত করিয়া লইলে অতঃপর সে সারা জীবনের জন্য একেবারে অনুগত ভৃত্য হইয়া পড়িবে। এইরূপে এই ওয়াযটির তিক্ততা একবার বরদাশ্‌ত্‌ করিয়া লউন। অতঃপর 'ইনশা আল্লাহ্‌' সারাজীবন ব্যাপী আমাকে দোআ করিতে থাকিবেন।

।। কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্মতত্ত্ব ।।

এখন আমি পুনরায় আলোচ্য আয়াতটি সম্বন্ধে বর্ণনা করিতেছি। আল্লাহ্‌ তা'আলা আয়াত দুইটিতে এই ভুলটি দুর করিয়া দিয়াছেন—যাহা কেহ কেহ মনে রাখিয়াছেন যে, কোরআনের শুধু ভাবার্থই মুখ্য উদ্দেশ্য, এই ধারণা ভুল। কেননা আলাহ্‌ তা'আলা কোরআনের আয়াতসমূহকে "কোরআন এবং কিতাব" আখ্যা দান করিয়াছেন। ইহার অর্থ—কোরআনের আয়াতসমূহ লেখা ও পড়ার উপযোগী। বলা বাহুল্য, লেখা ও পড়া শব্দের সহিতই সংশ্লিষ্ট। নিরেট এ অর্থের সঙ্গে লেখা বা পড়ার কোন সম্পর্ক নাই।

এখানে একটি সূক্ষ্মকথা আছে—এক আয়াতে قرآن শব্দকে كتاب শব্দের আগে এবং অন্য আয়াতে كتاب শব্দকে قرآن শব্দের আগে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়—এক হিসাবে কোরআনের শব্দ সমষ্টি অধিক উদ্দেশ্যমূলক আর এক হিসাবে ভাবার্থের সমষ্টি অধিক উদ্দেশ্যমূলক। এই সূক্ষ্মতত্ত্বটির সন্ধান এইরূপে পাওয়া যায় যে, পড়ার উপযোগী বস্তু হইতেছে শব্দ, আর শব্দগুলির নিকটতম

www.BANGLAKITAB.com

বোধগম্য বস্তু হইল অর্থ। আর লেখার বিষয় হইল শব্দগুলির নক্‌শা বা ছবি এবং উহার নিকটতম বোধগম্য বস্তু হইতেছে শব্দ, আর ভাবার্থ হইতেছে উহার দূরবর্তী বোধগম্য। অতএব, তেলাওয়াতকালে শব্দের উচ্চারণের সাথে সাথে প্রথম দফায়ই ভাবার্থের দিকে মন ধাবিত হয়। আর লেখার বেলায় প্রথম মনের আকর্ষণ হয় শব্দের দিকে, অতঃপর শব্দের মাধ্যমে অর্থের দিকে। আর উদ্দেশ্যমূলক হওয়ার অর্থ এই বোধগম্য হওয়াই বটে। সুতরাং তেলাওয়াতের মধ্যে অধিক আকর্ষণ অর্থের দিকেই বুঝা যাইতেছে এবং লেখার বেলায় মনের অধিক আকর্ষণ শব্দের দিকে থাকে। অতএব, সম্পূর্ণ বর্ণনার মধ্যে এই ইঙ্গিতই পাওয়া যাইতেছে যে, শব্দগুলিও এই পর্যায়ের উদ্দেশ্যযুক্ত যে, সর্বদিক দিয়া ভাবার্থ শব্দ হইতে অধিক উদ্দেশ্য, শুধু ভাবার্থই মুখ্য উদ্দেশ্য, এই ধারণা ভুল।

এই স্থান হইতে আরও একটি মাসআলা জানা যাইতেছে,যাহা সম্বন্ধে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অর্থাৎ, কোরআন শরীফ দেখিয়া 'নযরানা' তেলাওয়াত করা ভাল, না মুখস্থ পড়া ভাল। যাঁহারা মুখস্থ পড়াকে ভাল মনে করেন, তাঁহারা বলেন, ইহাতে অনুধাবনের সুযোগ অধিক হয়। অন্য কোন মাধ্যম ব্যতীত শব্দ হইতে সরাসরি অর্থের দিকে মন ধাবিত হয়। আর শব্দের নক্‌শা সম্মুখে থাকিলে নক্‌শা হইতে শব্দের দিকে এবং শব্দের মাধ্যমে অর্থের দিকে মন রুজু করে। আবার কেহ কেহ কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়াকে ভাল মনে করেন। কেননা, ইহাতে মনোযোগ আকর্ষণের বিভিন্ন দিক রহিয়াছে। নক্‌শার মাধ্যমে শব্দের প্রতি এবং শব্দের মাধ্যমে অর্থের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। অতএব, এখানে বিভিন্ন প্রকারের এবাদত হইতেছে। এই বিভিন্নতা হইতেছে মাদ্‌লুল তথা লক্ষ্যণীয় বস্তুর প্রেক্ষিতে। (কেননা, নকশার প্রতি দৃষ্টি করিলে শব্দের দিকে লক্ষ হয় এবং শব্দের দিকে লক্ষ করিলে অর্থের দিকে লক্ষ হয়।) আবার বোধগম্য বস্তুর প্রতি ইঙ্গিতকারীর পরিপ্রেক্ষিতেও বিভিন্ন প্রকারের এবাদত হয়। নক্‌শার প্রতি দৃষ্টি করিলে চক্ষুর এবাদত,শব্দ উচ্চারণে রসনার এবাদত। ইহাতে দুইটি এবাদত এক সঙ্গে হইয়া যায়। হুযুর (দঃ) বলিয়াছেন ঃ

قِرَاءَةُ الرَّجُلِ الْقُرْاٰنَ فِيْ غَيْرِ الْمُصْحَفِ اَلْفُ دَرَجَةٍ وَّقِرَاءَتُهٗ فِي الْمُصْحَفِ تَضْعَفُ عَلٰى ذَالِكَ اِلٰى اَلْفَيْ دَرَجَةٍ *

"মানুষ কোরআন শরীফ না দেখিয়া তেলাওয়াত করিলে এক হাজার সওয়াব প্রাপ্ত হয়। আর কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়িলে দুই হাজার সওয়াব পায়।—বায়হাকী)

এস্থলে আরও একটি রহস্য আছে। অর্থাৎ,কোরআনের হেফাযতে এক হিসাবে নির্ধারিত শব্দগুলির গুরুত্ব অধিক। কেননা, খোদা না করুন,যদি দুনিয়ার সমস্ত কোরআন শরীফ ধ্বংস হইয়া যায়, তবে কোরআনের শব্দ সমষ্টির হাফেযগণ কোরআনকে

www.BANGLAKITAB.com

পুনরায় একত্রিত করিতে পারেন। আবার অন্য হিসাবে নক্‌শা অর্থাৎ, অক্ষরসমূহের দাগচিহ্ন অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলা যাইতে পারে। কেননা, কোরআনের শব্দ লইয়া মতভেদ দেখা দিলে, কোরআন শরীফের লেখা দেখিয়া মীমাংসা করা যাইতে পারে। অতঃপর, "مبين" অর্থাৎ 'স্পষ্ট' শব্দটির মধ্যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, কোরআনের পঠন এবং লিখন উভয়ই খুব প্রকাশ্য ও স্পষ্ট হওয়া উচিত। এই জন্যই ফেকাহ্‌ শাস্ত্রবিদগণ কোরআন শরীফের সাইজ ছোট করিতে নিষেধ করিয়াছেন; বরং তেলাওয়াতের জন্য যে সমস্ত কোরআন শরীফ ছাপান হয়—উহার সাইজ বড় হওয়া মুস্‌তাহাব, যেন লেখাগুলি খুব পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হয়। কিন্তু হামায়েল শরীফের মত মধ্যম সাইজ হইলেও ক্ষতি নাই। কেননা, সফরে কোরআন শরীফ সঙ্গে লইতে সহজ হয়। তবে আজকাল তাবীযের আকারে যে সমস্ত ক্ষুদ্র সাইজের কোরআন শরীফ প্রকাশিত হইয়াছে, নিঃসন্দেহে উহা মাকরূহ।

।। হুরূফে মুকাত্তাআতের রহস্য ।।

এখন হুরূফে মুকাত্তাআত অর্থাৎ, পৃথক পৃথক হরফগুলির রহস্য বর্ণনা করিতেছি। যাহা আলোচ্য আয়াতগুলির প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি ইহাদের দ্বারাও আমার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমার বক্তব্য প্রমাণ করিব। হুরূফে মুকাত্তাআতের মধ্যে অনেক প্রকারের রহস্য আছে। একটি রহস্য এই যে, এইগুলি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের মধ্যে কতকগুলি গুপ্ত রহস্য। হুযূর (দঃ) ইহাদের অর্থ জানিতেন। কিন্তু তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কেননা, মহান শরীঅতের বিধানাবলীর সহিত ইহাদের কোনই সম্পর্ক নাই। অবশ্য অন্যান্য বিভাগের সহিত সম্পর্ক আছে। সে সমস্ত বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ফেরেশ্‌তাগণ ও আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট উক্ত রহস্যসমূহ প্রকাশ করা হইয়াছে। সাধারণ উম্মতবৃন্দের সহিত কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া তাহা আমাদিগকে জানান হয় নাই।

এক সময়ে পড়াইবারকালে ছাত্রদের সম্মুখে 'হুরূফে মুকাত্তাআত' সম্বন্ধে আমি এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে জনৈক কোর্ট ইন্‌স্পেকটার তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আপনি সত্য বলিয়াছেন। বাস্তবিকই প্রত্যেক বিভাগের কতক গুপ্ত রহস্য আছে। যাহা অন্য কোন বিভাগের লোককে জানান হয় না।" আমি বলিলাম, "আপনি তো এমনভাবে সমর্থন করিতেছেন, যেন আপনি ইহার ভুক্তভোগী। সে বলিল, "জী হাঁ, ইতিমধ্যেই আমাকে এরূপ এক ঘটনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। একদিন আমি পুলিশ ইন্‌স্পেকটারের বাংলোয় গিয়াছিলাম। তাঁহার টেবিলের উপর একখানি খাতা দেখিয়া আমি একটু পড়িব মনে করিয়া হাতে লইতেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমার হাত হইতে উহা লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইহা আপনার দেখিবার বিষয় নহে। ইহাতে গুপ্ত পুলিশদের

www.BANGLAKITAB.com

ব্যবহার্য কতকগুলি সাংকেতিক পরিভাষা রহিয়াছে। অপর কোন বিভাগের লোককে ইহা জানিতে দেওয়া হয় না। সি, আই, ডি, বিভাগের লোকেরা এ সমস্ত সাংকেতিক পরিভাষায় টেলিগ্রাম যোগে একে অন্যকে সংবাদ আদান প্রদান করিয়া থাকে। আর কাহারও এই গোপন সংকেত জানিবার অধিকার নাই।" কোর্ট ইন্‌স্পেকটারের ঘটনা শুনিয়া আমার মনে খুবই আনন্দ হইল। দেখিলাম জাগতিক কার্যকলাপেও আমার একথার নযীর বিদ্যমান রহিয়াছে।

হুরূফে মুকাত্তাআতের আর একটি তাৎপর্য আমার মনে এইমাত্র উদয় হইয়াছে। তাহা এই যে, সম্ভবতঃ হুরূফে মুকাত্তাআতগুলি দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, কোরআনের ভাবার্থই কেবল মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; বরং উহার শব্দগুলিও অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা, কোরআনে এমনও কতকগুলি শব্দ আছে—যাহার অর্থ কেহই জ্ঞাত নহে। যদি শুধু অর্থই উদ্দেশ্য হইত, তবে অর্থ নাজানা শব্দ কোরআনে কেন থাকিবে? অথচ তাহা কোরআনেরই অংশ। উহাকে 'কোরআন নয়' বলিয়া বিশ্বাস করিলে কাফের হইতে হইবে। উহাতে আরও একটি রহস্য এই রহিয়াছে যে, হুরূফে মুকাত্তাআতগুলিতে একক, দশক ও শতক অর্থবোধক হরফগুলিকে একত্রিত করা হইয়াছে। কোন কোন আহ্‌লে কাশফ (অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন মহাপুরুষ) উক্ত হরফগুলির সাহায্যে কোন কোন অনাগত আকস্মিক বিপদাপদের ভবিষ্যদ্‌বাণী স্বরূপ প্রমাণও পেশ করিয়াছেন। উহা একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক রহস্য আছে।

আমার আনুপূর্বিক বর্ণনার সারমর্ম এই যে, কোরআনের শুধু অর্থকেই মুখ্য বস্তু এবং শব্দগুলিকে বেকার মনে করিবেন না এবং শব্দ গুলিকেও মুখ্য বস্তু মনে করিয়া অর্থকে বেকার সাব্যস্ত করিবেন না; বরং কোরআনের শব্দ এবং অর্থ এবং উভয়কে মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই কারণেই ওছুল শাস্ত্রবিদগণ কোরআনের সংজ্ঞা বর্ণনায় বলিয়াছেন: اَلْقُرْاٰنُ اِسْمٌ لِّلَّفْظِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا "শব্দ এবং অর্থের সমষ্টির নাম কোরআন।" আর হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ) হইতে নামাযের মধ্যে ফারসী ভাষায় কেরাআত পড়া জায়েয বলিয়া যে বর্ণনা পাওয়া যায়, ইহার ভিত্তি একথার উপর নহে যে, তিনি কেবল অর্থকেই কোরআন মনে করিতেন; বরং উহার ভিত্তি অন্য কিছুর উপর যাহা ওছুল শাস্ত্রবিদগণ বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তদুপরি ইমাম সাহেবের এই মত প্রত্যাহারকৃত, তিনি পরে তাঁহার এই মত পরিবর্তনও করিয়াছিলেন। সুতরাং এরূপ মত কোন যুক্তি বা প্রমাণ স্বরূপ উত্থাপন করা যাইতে পারে না। ফলকথা, বিশুদ্ধ ধর্ম উহাকেই বলা যাইবে যাহাতে ভিতর এবং বাহির দুই-ই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং কোরআনের অবস্থাও তদ্রূপই মনে করিতে হইবে। এসম্বন্ধে কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেন:

بہار عالم حسنش دل و جان تازہ می دارد + برنگ اصحاب صورت را ببو ارباب معنی را

www.BANGLAKITAB.com

"কোরআনের সৌন্দর্য জগতের বসন্ত মন প্রাণকে সতেজ ও প্রফুল্ল করিয়া তোলে। বাহ্যিক রূপ দর্শনকারীদিগকে বাহিরের রূপ দ্বারা এবং আভ্যন্তরীণ গুণগ্রাহীদিগকে সুগন্ধ দ্বারা।"

আমি সম্ভবতঃ আগেও বলিয়াছিলাম। এখনও আবার বলিতেছি,আপনারা কি কেবল বিবীর গুণ বিবেচনা করিয়াই বিবাহ করেন, না রূপের প্রতিও লক্ষ্য করেন? নিশ্চিতরূপে বলা যায় আপনারা রূপ এবং গুণ উভয়ের বিচার করিয়া থাকেন। তবে কেবল ধর্মের বেলায়ই বাহিরের আকৃতি অকর্মণ্য হইয়া পড়িল কেন। কেহ কেহ আমার এই উক্তির বিপরীতার্থ বোধক একটি বয়েত মাওলানা রূমীর বলিয়া চালাইয়াছেন।

من زقرآں مغز را برداشتم + استخواں را پیش سگاں بگذاشتم

"আমি কোরআনের মগজ অর্থাৎ সারমর্ম উঠাইয়া লইয়া হাড়গুলি কুকুরের সম্মুখে ত্যাগ করিয়াছি।"

খুব ভালরূপে শ্রবণ করুন এই বয়েতটি মাসনবী কিতাবের নহে। জানিনা কোন্ শায়ের এই বয়েতটি রচনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে কোন প্রমাণ রূপে দাঁড় করা যাইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন বয়েতটি যাহারই হউক না কেন, শরীয়তের দলিল বিদ্যমান থাকিতে বয়েত দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা জায়েয হইবে কেন? বরং বয়েতটিরই অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লওয়া ওয়াজেব হইবে, অবশ্য যদি তাহা কোন নির্ভরযোগ্য শায়েরের বয়েত হইয়া থাকে। অন্যথায় উহা গ্রহণযোগ্যই নহে। বস্তুতঃ কোরআনে শব্দ এবং অর্থ উভয়ই মগজ বা সার পদার্থ। ইহাতে ফল বা আঁটি বলিতে কিছুই নাই। কোরআনের শান এইরূপ:

ز فرق تا بقدم هر کجا که می نگرم + کرشمۂ دامن دل می کشد که جا این جا ست

"মাথা হইতে পা পর্যন্ত যেখানেই দৃষ্টিপাত করি ভ্রূভঙ্গীতে আমার অন্তর আকর্ষণ করিয়া বলে, এই স্থানই স্থান।"

সুন্দর লোকের প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গী মনমুগ্ধ কর হইয়া থাকে। তাহার কোন কিছুই অতিরিক্তও নহে অনর্থকও নহে; বরং উহার কোন বস্তুর অভাব ঘটিলে সৌন্দর্যই ত্রুটিযুক্ত হইয়া পড়িবে।

এখন আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করিলাম। তজ্জন্য ক্ষমা চাহিতেছি (সভাস্থল হইতে আওয়ায আসিল,মারহাবা,মারহাবা জাযাকাল্লাহ্, আপনার যতক্ষণ ইচ্ছা বর্ণনা করুন। আমরা সকলেই আগ্রহান্বিত। তিনি বলিলেন:) বসুন, এখন আমি শেষ করিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোআ করুন। তিনি যেন আমাদিগকে আমলের তাওফীক এবং সুবুদ্ধি দান করেন।

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه
اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين *

www.BANGLAKITAB.com

তা'মীমুত, তা'লীম

(শিক্ষা ব্যাপক করণ)

হিজ্‌রী ১৩৪০ সনের ২১শে জুমাদাস্‌সানী মুযাফ্‌ফর নগর মাহ্‌মুদিয়া মাদ্রাসায় বসিয়া "শিক্ষার ব্যাপক করণ" সম্বন্ধে হযরত থান্‌বী (রঃ) এই ওয়ায করেন। উক্ত সভায় ওলামা, তোলাবা এবং আধুনিক শিক্ষিত প্রায় ৬০০ ছয় শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। হযরত মাওলানা যাফর আহ্‌মদ ওস্‌মানী ছাহেব উহা লিপিবদ্ধ করেন। সাড়ে চারি ঘণ্টায় এই ওয়ায শেষ হয়।

●

সাধারণ লোকেরা দ্বীনী এল্‌মকে আরবী ভাষাতেই সীমাবদ্ধ মনে করিয়াছে। আরবী ভাষা শিখিবার অবসর প্রত্যেকের নাই। তাই বলিয়া তাহারা উর্দূ ভাষার মাধ্যমেও দ্বীনী মাস্‌আলাগুলি শিক্ষা করে নাই। উর্দূ ভাষার মাস্‌আলা শিখিয়া লওয়াকে তাহারা এল্‌ম বলিয়াই মনে করে না। অথচ উর্দূ ভাষায় দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষা করিলে সেই ফযীলত এবং সওয়াবই হাছেল হইতে পারে, যাহা এলম শিক্ষা করা সম্বন্ধে হাদীসসমূহে ও ক্বোরআন শরীফে বর্ণিত আছে।

●

خطبۂ ما ثورہ

بسم الله الرحمن الرحيم ط الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اما بعد *

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم ط ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ط ولقد علموا لمن اشترىه ما له في الاخرة من خلاق قف ولبئس ما شروا به انفسهم ط لو كانوا يعلمون ○ ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ط لو كانوا يعلمون *

www.BANGLAKITAB.com

ভূমিকা

এই আয়াত দুইটির প্রথম খণ্ড একটি বড় আয়াতের অংশ, ইহাতে একটি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, পূর্ণ আয়াতটি আমি এই জন্য পাঠ করি নাই যে, যে বিষয়টি এখন আমার বর্ণনা করা উদ্দেশ্য তাহা উহাতে নাই। তাহা কেবল এই অংশেই আছে যাহা আমি তেলাওয়াত করিয়াছি, যদিও পূর্ণ আয়াতে বর্ণিত কাহিনীটিও জরুরী। বস্তুতঃ কোরআনের কোন অংশই অনাবশ্যক নহে। কিন্তু বিশেষ সময়ও বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য আয়াতের কোন একটি অংশকেও অবলম্বন করা হয়। এই কারণেই আমি গোটা আয়াতটি পাঠ করি নাই; বরং উহার শেষের অংশটুকু মাত্র পড়িয়াছি, তবলীগের জন্য এরূপ করা জায়েয আছে। স্বয়ং হুযুরে আকরাম (দঃ)-ও কোন কোন সময় প্রমাণের স্থলে কোন আয়াতের অংশ বিশেষ পাঠ করিতেন, কিন্তু নামাযের মধ্যে এরূপ করা উচিত নহে যে, একটি আয়াতের মাঝখান হইতে পড়া আরম্ভ করা কিংবা আয়াতের মধ্যস্থলে পড়া শেষ করা। নামাযের মধ্যে পূর্ণ আয়াত বরঞ্চ পূর্ণ সূরা পাঠ করা উচিত। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, লম্বা লম্বা সূরা পড়িবে, যাহাতে মুক্তাদীদের কষ্ট হইবে; বরং ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ যে সময়ের জন্য যে পরিমাণ পাঠ করা সঙ্গত বলিয়াছেন, সেই পরিমাণ সূরাই পাঠ করিবেন। নামাযের মধ্যে কোরআন শরীফ পাঠ করার নিয়ম এইরূপ। কিন্তু ওয়ায-নছীহতের বেলায় কোন আয়াত মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করা, কিংবা আয়াতের মাঝখানে পড়া বাদ দেওয়াতে কোন ক্ষতি নাই। আমি পূর্ণ আয়াত না পড়িয়া অংশবিশেষ পাঠ করার কারণ ইহাই।

তবে একটি কথা। এখন আমি এই আয়াতাংশটি কেন অবলম্বন করিলাম? কারণ, যদিও কোরআনের যাবতীয় বিষয়-বস্তুই প্রয়োজনীয় এবং এই কারণে সেই কেস্সাটিও জরুরী যাহা গোটা আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এখন আমি এল্‌মে দ্বীন শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি এলমী মাদ্রাসার মধ্যে ওয়ায করিতেছি। সুতরাং এল্‌ম সম্বন্ধেই কিছু বর্ণনা ও আলোচনা করা সঙ্গত। আর তালেবে এল্‌মদিগকে এল্‌মের বিভিন্ন প্রকার হক সম্বন্ধে অবহিত করা এবং এল্‌মের হক পালনে তাহারা যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি করিতেছে, উহার সংশোধন করিয়া দেওয়া উচিত।

।। যাদু বিদ্যা ।।

এখন আমি যেই বিশেষ প্রণালীতে এল্‌মের বর্ণনা করিতে চাহিতেছি তাহা আমার তেলাওয়াতকৃত আয়াতের শেষ ভাগে বর্ণিত আছে, অনুবাদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم

www.BANGLAKITAB.com

"তাহারা এমন বিদ্যা শিক্ষা করে যাহা তাহাদের জন্য ক্ষতিকর এবং তাহাদের কোনই উপকারে আসে না।" ইহারা ইহুদী সম্প্রদায়, আর তাহারা যে বিদ্যা শিক্ষা করিত তাহা যাদু-বিদ্যা। উপর হইতে বিভিন্ন প্রকারে ইহুদীদের নিন্দাবাদ বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। এই প্রসঙ্গে ঐসমস্ত লোকের নিন্দাবাদও বর্ণিত হইয়াছে, যাহারা যাদু ব্যবসায়ে লিপ্ত রহিয়াছে,এ সম্পর্কেই হারূত মারূতের কিস্‌সাও বর্ণিত হইয়াছে। যদিও আমার ওয়াযের সহিত এই কিস্‌সাটির সম্পর্ক বেশি নাই। তথাপি যোগ-সূত্র স্থাপনের নিমিত্ত উহার উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ
الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ *

"আর তাহারা অনুসরণ করিত ঐ এলমের যাহা শয়তানরা হযরত সোলায়মানের (আঃ) রাজত্বকালে পাঠ করিত। সোলায়মান কাফের ছিলেন না; বরং শয়তানরাই কাফের ছিল, যেহেতু তাহারা মানুষকে যাদু-বিদ্যা শিখাইত। আর তাহারা অনুসরণ করিত ঐ যাদু-বিদ্যার যাহা বাবেল শহরে হারূত মারূত নামক দুই ফেরেশ্‌তার উপর নাযিল করা হইয়াছিল। তাহারা দুইজন ততক্ষণ পর্যন্ত কাহাকেও কিছু শিখাইত না যতক্ষণ না এই কথা বলিয়া দিত যে, "আমরা তোমাদের জন্য 'আযমাইশ'। অতএব, তোমরা কাফের হইও না। অতঃপর মানুষ তাহাদের নিকট হইতে এমন যাদু-বিদ্যা শিখিত যদ্দ্বারা তাহারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইত। প্রকৃত পক্ষে তাহারা উক্ত যাদু দ্বারা আল্লাহ্‌র হুকুম ভিন্ন কাহারও কোন ক্ষতি করিতে পারিত না।" ইহার পরেই আয়াতের সেই অংশ রহিয়াছে, যাহা আমি প্রথমে তেলাওয়াত করিয়াছিলাম। এই আয়াতগুলির উদ্দেশ্য ইহুদীদের নিন্দাবাদ করা। কেননা, তাহাদের মধ্যে যাদু-বিদ্যার চর্চা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং তাহারা এই বিদ্যায় বিশেষ বিচক্ষণ ছিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপরও যাদু করিয়াছিল। হুযূরের উপর উহার ক্রিয়াও হইয়াছিল। অতঃপর ওহীর দ্বারা হুযূরকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, অমুক ব্যক্তি আপনার উপর যাদু করিয়াছে, যেমন সূরা-ফালাকে সেদিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ অর্থাৎ, "আপনি বলুন,

www.BANGLAKITAB.com

আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি (আল্লাহ্‌র নিকট) ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের অনিষ্টকারিতা হইতে, যাহারা গিরাসমূহে মন্ত্র পড়িয়া পড়িয়া ফুৎকার প্রদানকারিণী। বিশেষ করিয়া গিরায় ফুৎকার প্রদানের কথা এখানে উল্লেখ করার কারণ এই যে, হুযূরের প্রতি যে যাদু করা হইয়াছিল তাহা এই প্রকারের যাদু ছিল যে, তাহারা এক খণ্ড ধনুকের ছিলায় এগারটি গিরা দিয়াছিল এবং প্রত্যেকটি গিরায় যাদু-মন্ত্র পড়িয়া ফুৎকার দিয়াছিল। আর খাছ করিয়া এখানে মেয়েলোকদের কথা এই জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই ঘটনায় স্ত্রীলোকেরাই হুযূরের উপর যাদু করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, কিছু অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং কতকটা বিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্যে বুঝা যায় যে, স্ত্রী-লোককৃত যাদু অধিক ক্রিয়া করিয়া থাকে। কেননা, যাদুর মধ্যে কল্পনা-শক্তির প্রভাব অধিক, উহা বৈধ যাদুই হউক অথবা অবৈধ যাদুই হউক!

॥ নিয়তের প্রভাব ॥

যাদু দুই প্রকার। হারাম যাদু। কথ্য ভাষায় সাধারণতঃ ইহাকেই যাদু বলা হয়। আর হালাল যাদু। যেমন, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র, তাবীয তুমার প্রভৃতি। আভিধানিক অর্থে এই সমস্তকে যাদু বলা যায়, তবে এইগুলিকে হালাল যাদু বলা হয়। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাবীয এবং মন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতি সকল অবস্থায় হালাল নহে; বরং ইহারও বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। যদি উহাতে আল্লাহ্‌র নামের সাহায্য লওয়া হয় এবং উদ্দেশ্য বৈধ হয়, তবে এরূপ যাদু আমল করা জায়েয। কিন্তু নাজায়েয উদ্দেশ্যে আমল করা হইলে তাহা হারাম। আর যদি শয়তানের সাহায্য লওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, তাহা একেবারেই হারাম। কেহ কেহ ধারণা করে—যদি উদ্দেশ্য সৎ হয়, তবে শয়তানের সাহায্যে যাদু করাও জায়েয। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। খুব অনুধাবন করুন।

এখান হইতে একটি কথা জানা গেল যে, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ। অর্থাৎ, যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। হাদীসটির হুকুম সকল অবস্থায় প্রয়োজ্য নহে। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, সদুদ্দেশ্যে হারাম কাজ করাও জায়েয হইবে। হারাম কাজ যে উদ্দেশ্যেই করা হউক না কেন তাহা হারামই থাকিবে; বরং এই হাদীসটি মুবাহ কাজ এবং এবাদতের সঙ্গে নির্দিষ্ট; অর্থাৎ মুবাহ কাজ যদি ভাল নিয়তে করা হয়, তবে সওয়াব আছে। আর মন্দ উদ্দেশ্যে করিলে তাহাতে গোনাহ্ হইবে। এতদ্ভিন্ন কোন ফরয এবং ওয়াজেব কার্য নিয়ত ব্যতীত শুদ্ধ হয় না।

সারকথা এই যে, উদ্দেশ্যের আগে উহা সিদ্ধ করার উপায় এবং উছিলা যাচাই করিয়া লওয়া আবশ্যক। যদি উপায়টি জায়েয প্রকারের হয়, যেমন আল্লাহ্ তা'আলার নামের সাহায্য লওয়া। তবে অবশ্য উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। উদ্দেশ্য

www.BANGLAKITAB.com

ভাল হইলে, তদবস্থায় তাবীয এবং যাদু মন্ত্র ইত্যাদিকে জায়েয বলা হইবে। আর যদি উদ্দেশ্য অসৎ এবং না-জায়েয হয়, তবে উহাকে হারাম বলা হইবে। আর যদি উপায় উপকরণই হারাম হয়, যেমন, শয়তানের নামের সাহায্য লওয়া। তবে উদ্দেশ্য যেমনই হউক না কেন, তাহা হারামই থাকিবে। উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ মনে করুন, যেমন কাহারও উদ্দেশ্য নামাযের জন্য মানুষকে একত্রিত করা এবং এই উদ্দেশ্যে সে একটি নাচ গানের আসর জমাইল—যেন নাচ দেখিবার আগ্রহে মানুষ একত্রিত হয় এবং নামায পড়িয়া লয়। এস্থলে তাহার উদ্দেশ্য যদিও খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু উহার জন্য হারাম উপায় অবলম্বন করিল ; সুতরাং এই ব্যবস্থা হারাম বলিয়া গণ্য হইবে। এখন আপনি দেখিতে পাইলেন যে, যদ্যপি নামায আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অতি প্রিয় কার্য কিন্তু উহার জন্যও যখন হারাম কার্যকে উছিলা করা হইল, তখনই শরীয়ত উহাকে হারাম সাব্যস্ত করিল, ইহা হইতেই এসমস্ত লোকের ভুল ধরা পড়িয়া যায়— যাহারা বলে যে, কাহারও উপকারার্থে তাবীয-তুমার বা মন্ত্র-তন্ত্র আমল করা সকল প্রকারে জায়েয, যদিও তাহাতে শয়তানেরই সাহায্য লওয়া হয়। ইহার কারণ এই বর্ণনা করে যে, মানুষের উপকারের জন্যই ত করা হইয়াছে। কাজেই ইহাতে দোষ কি ?" আমি বলি নামাযের তুলনায় দুনিয়ার উপকার কিছুই নহে, কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দুনিয়া ঘৃণিত এবং নামায অতীব প্রিয়, নামাযের জন্যই যখন হারাম উপায় অবলম্বন করা জায়েয নহে, তখন দুনিয়াবী উপকারের জন্য শয়তানের সাহায্য লওয়া কেমন করিয়া জায়েয হইবে।

মুসলমানের রুচি তো এইরূপ হওয়া উচিত, প্রত্যেক কাজে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করিবে ইহার প্রতি খোদা তা'আলা রাযী কি না। যে কাজে খোদা রাযী নহেন তাহা তুচ্ছ, দুনিয়ার মঙ্গল তাহাতে যতই থাকুক না কেন। মুসলমানের নিকট খোদার সন্তুষ্টি হইতে উত্তম কোন কাজই নাই।

দেখুন, প্রিয়জন যদি নিজের প্রেমিকদের চপেটাঘাত করে আর তাহার অবাধ্য লোকদিগকে টাকা-পয়সা দান করে, এমতাবস্থায় প্রেমিকেরা কি কামনা করিবে ? নিশ্চিতরূপে বলা যায়, টাকা-পয়সা লাভ করার জন্য কখনও তাহারা প্রিয়জনের অবাধ্যতাচরণ করা পছন্দ করিবে না ; বরং সে আনন্দের সহিত চড় খাওয়াই পছন্দ করিবে, কেননা, প্রিয়জনের সন্তুষ্টি ও খুশী ইহাতেই নিহিত আছে। এইরূপে খোদা-প্রেমিক খোদার সম্মানের মুকাবেলায় দুনিয়ার হিতাহিতের পরওয়া কখনও করিতে পারে না ; বরং মাওলানা রূমী (রঃ)-এর ভাষায় খোদা-প্রেমিকের রুচি এইরূপ হইয়া থাকে :

نا خوش تو خوش بود بر جان من + دل فدائے یار دل رنجان من

هر کجا دلبر بود خرم نشین + فوق گردون ست نے قعر زمین

هر کجا یوسف رخے باشد چو ماه + جنت ست آن گرچه باشد قعر چاه

www.BANGLAKITAB.com

"তুমি আমাকে দুঃখ দিলেও তাহা আমার প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করে। মন আমার প্রাণে দুঃখ প্রদানকারী বন্ধুর জন্য উৎসর্গিত। আস্‌মানের উপরও বুঝি না—যমিনের অতল গহ্বরও বুঝি না—যেখানেই আমার প্রাণ-প্রিয়তম থাকিবে সেখানেই আনন্দ নিকেতন। চাঁদের ন্যায় ইউসুফের চেহারা যেখানেই থাকিবে তাহা কূপের গভীর তলদেশ হইলেও বেহেশ্‌ত তুল্য।"

।। এশ্‌কের মর্যাদা ।।

এমন কি, প্রেমিকগণ তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির মুকাবেলায় দোযখেরও পরোয়া করেন না। তাঁহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করিয়াই যদি খোদা সন্তুষ্ট হন, তবে তাহাতেই তাঁহারা আনন্দিত থাকেন। তখন দোযখই তাঁহাদের জন্য বেহেশ্‌তে পরিণত হইবে। এই মর্মেই মাওলানা রূমী বলেন :

بے تو جنت دوزخ ست ای دلربا + با تو دوزخ جنت ست اے جانفزا

"হে মনোহারী! তোমা ব্যতীত বেহেশ্‌তও আমার নিকট দোযখ সমতুল্য। হে প্রাণ বল্লভ! তুমি সঙ্গে থাকিলে দোযখও আমার নিকট বেহেশ্‌তে রূপান্তরিত হইবে।"

কেহ এইরূপ মনে করিবেন না যে, ইহা কবিদের অতিরঞ্জন। একবার তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেই সমস্ত বাহাদুরী দমিয়া যাইবে। অতএব খুব অনুধাবন করুন—ইহা অতিরঞ্জন নহে; বরং একান্ত সত্যকথা। এখনও আল্লাহ্‌র এমন মখলুক আছেন যাঁহারা খোদার খুশীর মুকাবেলায় দোযখের কোন পরওয়া করেন না।

দেখুন, যে সমস্ত ফেরেশ্‌তা অনুগত, ফরমাঁবরদার এবং সন্তোষ প্রার্থী তাঁহাদের মধ্যে একদল দোযখের দারোগা এবং কার্যনির্বাহক আছেন। তাঁহারা সর্বদা দোযখের মধ্যেই অবস্থান করেন। অবশ্য দোযখে তাঁহারা কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করেন না। কিন্তু বলা বাহুল্য তাঁহাদের চোখের সম্মুখে সর্বদা আগুন এবং ধুঁয়াই বিরাজমান। রক্ত এবং পুঁজের দৃশ্য। অতি নিকৃষ্ট ও ভয়ঙ্কর ছুরত ও আকৃতি সাপ-বিচ্ছু ও অজগর প্রভৃতি বিদ্যমান। আর তাঁহাদের একদল বেহেশ্‌তের কার্যনির্বাহক সেখানে তাঁহাদের সম্মুখে সর্বদা বেহেশ্‌তের সুরম্য দৃশ্যসমূহ রহিয়াছে। মনোহর ফুলের বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল এবং ফল। সুশীতল বায়ুরাশি। সুন্দর সুন্দর মুখাকৃতি। তদুপরি বেহেশ্‌তবাসীদের সাহচর্য যেখানে সকলেই সুসভ্য, শিষ্টাচারী ও মহান। পক্ষান্তরে—দোযখের দারোগা ফেরেশ্‌তাগণের সম্পর্ক এমন লোকের সঙ্গে—যাহাদের কথাবার্তায় কোন রস নাই। সর্বদা তিরস্কার, ভৎর্সনা, অভিশাপ এবং গালিগালাজ-ই চলিতে থাকে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন : كلما دخلت امة لعنت اختها "যখনই উহাতে কোন দল প্রবেশ করে, তখনই সঙ্গিগণকে লা'নৎ ও অভিশাপ করে।"

www.BANGLAKITAB.com

তবে কি দোযখ এবং বেহেশ্‌তের এই রক্ষীবৃন্দের এ সমস্ত বাহ্যিক অবস্থার মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই? অবশ্যই আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দোযখের দারোগাগণ দোযখে কোন কষ্ট ভোগ করেন কি? কখনই না। যদি তাঁহাদিগকে বলা হয় যে, খোদার মরযী অবশ্য নাই, কিন্তু তোমরা ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে বেহেশ্‌তের রক্ষণাবেক্ষণকারী করিয়া দেওয়া যায়। সেখানে এমন সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, মনোহর উদ্যান এবং নহরসমূহ রহিয়াছে। সর্বোপরি সুসভ্য মহান লোকের সাহচর্য আছে। পরন্তু খোদার মরযী— তোমাদের এই বিশ্রী দৃশ্যপূর্ণ দোযখেরই রক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকা। তখন তাঁহারা ইহাই বলিবেন :

بے تو جنت دوزخ ست اے دلربا + باتو دوزخ جنت ست اے جانفزا

"তোমাবিহনে বেহেশ্‌তও হইবে দোযখ, হে প্রাণহারী! তুমিসহ দোযখও হইবে বেহেশ্‌ত, হে প্রাণবর্ধন!" তবে ফেরেশ্‌তাকুলের মধ্যে যখন এমনও এক সম্প্রদায় রহিয়াছেন যাঁহারা দোযখে অবস্থান করিয়া তেমনি সন্তুষ্ট, যেমন বেহেশ্‌তের রক্ষক ফেরেশ্‌তাগণ বেহেশ্‌তে থাকিয়া সন্তুষ্ট আছেন। অতএব, মানুষ জাতির মধ্যে খোদা প্রেমিক দলের অবস্থা যদি এইরূপ হয় তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? কেননা, মানুষের মধ্যে তো এশ্‌ক্ এবং মহব্বতের উপকরণ সর্বাপেক্ষা অধিক। বরঞ্চ বলা যাইতে পারে যে, এশ্‌ক্ এবং মহব্বত মানুষের মাধ্যেই আছে! ফলকথা, ইহা কবিসুলভ অতিরঞ্জন নহে; বরং সত্য কথা এবং বাস্তবিক কথাই তত্ত্ববিদগণের মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকে।

কবিসুলভ অতিরঞ্জন প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনা মনে পড়িল। আমি যখন হযরত হাজী ছাহেব কেবলার দরবারে ছিলাম, তখন আমরা হযরতের নিকট মস্‌নবী কিতাব পড়িতাম। একদিন পড়িবার সময় তাওহীদের বিষয়বস্তু সম্বলিত এই বয়েতটি নযরে পড়িল :

حملہ شاں پیدا و نا پیدا ست باد + آنچہ نا پیدا ست ہرگز کم مباد

"উহার আক্রমণ প্রকাশ্যে দৃশ্যমান—এবং বায়ু অদৃশ্য। যাহা অদৃশ্য তাহা যেন কখনও হ্রাস না পায়।"

এই কবিতাটি পাঠ করিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। কেননা, এখানে "نا پید ا ست" শব্দের ভাবার্থ আল্লাহ্ তা'আলা। পূর্বের বয়েতগুলি পাঠ করিলে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। মাওলানা রূমী (রঃ) ইতিপূর্বে বলিয়াছেন : জগতে যাহাকিছু ঘটে সবকিছুরই কর্তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা। আর আমাদের দৃষ্টান্ত—বাঘের ছবি অঙ্কিত পতাকার ন্যায়। ঝাণ্ডা যখন বায়ু প্রবাহে আলোড়িত হইতে থাকে, তখন মনে হয়, বাঘটি যেন আক্রমণ করিতেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেই বাঘ নড়িতেও পারে না, আক্রমণও করিতে পারে না; বরং বায়ুর আলোড়নে উহাতে আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং সেই নড়াচড়ার কারণেই আমরা দেখিতে পাই, বাঘটি যেন কাহাকেও আক্রমণ

www.BANGLAKITAB.com

করিতেছে। কিন্তু বায়ু আমরা দেখিতে পাই না ; বরং বাহিরে আমরা দেখিতে পাই বাঘটিই নড়িতেছে। আমাদের দৃষ্টান্তও তদ্রূপ। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের অস্তিত্ব কিছুই নহে। কেবল আল্লাহ্ তা'আলার ক্রিয়ার ফলে বাহিরে আমরা কাজ করিতেছি বলিয়া বোধ হয়। যেমন, মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন :

ما همه شیر ان ولے شیر علم + حمله شاں از باد با شد دم بدم

"আমরা সকলেই বাঘ, কিন্তু পতাকায় অঙ্কিত বাঘ ; প্রতি মুহূর্তে বায়ুর আলোড়নে উহার আক্রমণ প্রকাশ পায়।" অতঃপর বলেন :

حمله شاں پیداست و نا پیدا ست باد + آنچه نا پیدا ست هر گز کم مباد

"অর্থাৎ, কবি বলেন (পতাকায় অঙ্কিত) বাঘের আক্রমণ তো বাহ্য দৃষ্টিতেই দেখা যায়, কিন্তু উহাতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বায়ু অদৃশ্য অর্থাৎ, দৃষ্টির অগোচর।" তারপর বলেন : "যাহা অদৃশ্য তাহা যেন কখনও কম না হয়।" এখানে অদৃশ্য বলিতে আল্লাহ্ তা'আলাকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। এখানে সন্দেহ এই হয় যে, "কখনই যেন কম না হয়।" এরূপ দোআ আল্লাহ্ তা'আলার সম্বন্ধে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে ? ইহাতে আমি মনে করিয়াছিলাম, মাওলানা রূমী (রঃ) হয়ত কবিসুলভ প্রণালীতে এরূপ দোআ করিয়া থাকিবেন, যেমন মূসা (আঃ)-এর যমানার জনৈক আল্লাহ্গত প্রাণ ব্যক্তির ঘটনায় দেখা গিয়াছিল যে, তিনি এই শ্রেণীর বিষয়-বস্তুই, যাহা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য অসম্ভব উল্লেখ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ নিছক মহব্বতের প্রাবল্যের কারণে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সহিত এমন ধরনের কথাবার্তা বলিতেছিলেন, যাহা কেবল দুনিয়ার প্রিয়জনকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলা যাইতেপারে। আল্লাহ্ তা'আলার শান তাহা হইতে অনেক উর্ধ্বে, এইরূপে মাওলানা রূমী এই বয়েতে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যে দোআ করিয়াছেন আল্লাহ্ উহার মুখাপেক্ষী নহেন, তবে কেবল মহব্বতের প্রাবল্যেই মাওলানা রূমী (রঃ) বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, "যাহা অদৃশ্য ও গুপ্ত আল্লাহ্ করেন—তাহা যেন কম না হয়।" অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা নিরাপদে থাকেন।" ফলকথা, আমি এই বয়েতের নানাবিধ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই মনমত হইতেছিল না। কেননা, মাওলানা রূমীর (রঃ) মর্যাদা এ সমস্ত ব্যাখ্যা হইতে বহু উর্ধ্বে। তিনি এসমস্ত উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে এরূপ দোআ করিতে পারেন না। মাওলানা যদিও অতিশয় বড় "ছাহেবেহাল" কিন্তু মূসা (আঃ)-এর যমানার সেই খোদা-প্রেমিকের ন্যায় হালের দ্বারা তত প্রভাবান্বিত ছিলেন না। (কেননা, উক্ত খোদা-প্রেমিক হালের প্রাবল্যে ভাববিভোর হইয়া বলিতে ছিল, "খোদাকে যদি পাইতাম, তবে মাথার চুল আঁচড়াইয়া সিঁথি কাটিয়া দিতাম, পা ধোয়াইয়া দিতাম ইত্যাদি।" কিন্তু মাওলানা রূমী এত জ্ঞানহারা হন নাই যে, খোদার জন্য যাহা সঙ্গত ও শোভনীয় নহে—তেমন দোআ করিবেন। হযরত

www.BANGLAKITAB.com

হাজী ছাহেব ক্বেব্‌লার সম্মুখে যখন মসনবীর সবক আরম্ভ হইল, তখন তিনি এই বয়েতটি শ্রবণ করিয়া উহার ব্যাখ্যাস্বরূপ এমন একটি শব্দ বলিয়াছিলেন যে, উহা দ্বারা সমস্ত জটিল সন্দেহের অবসান ঘটিল এবং বুঝিতে পারিলাম ইহা মাওলানা রূমীর কবিসুলভ উক্তি নহে ; বরং প্রকৃত কথা।

حملہ شاں پیدا است و نا پیدا ست باد + اَ نچہ نا پیدا است ہر گز کم مباد -

হযরত হাজী ছাহেব ক্বেব্‌লা বলিলেন : 'ائے از دل ما' অর্থাৎ, "আমাদের অন্তর হইতে যেন কম না হয়।" সোবহানাল্লাহ্! এই একটি মাত্র শব্দের দ্বারা কবিতাটির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হইল ; বরং এরূপ বলা উচিত যে, কবিতাটির মধ্যে প্রাণ তো সঞ্চারিতই ছিল, কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি নাই। হাজী ছাহেবের ব্যাখ্যায় তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এখন কবিতাটির অর্থ এই দাঁড়ায় যে, 'যে বস্তু অদৃশ্য, আল্লাহ্ করেন—তাহা যেন আমাদের অন্তরসমূহ হইতে হ্রাস না পায়।' এখন আর কোন সন্দেহ রহিল না এবং বুঝা গেল যে, তত্ত্ববিদগণের কথা প্রকৃতই হয়। তবে তাহা বুঝিবার জন্যও তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া আবশ্যক। এইরূপে আমাদের আলোচ্য কবিতায়ও অতিশয়োক্তি কিছু নাই।

بے تو جنت دوزخ است اے دلربا + با تو دوزخ جنت است اے جا نفزا -

কেননা, বাহাদুরীর প্রশ্ন তো তখনই আসিবে যদি দোযখে তাহার আযাবও হয় এবং সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষের দরুণ দোযখে আযাবই রহিল না। কারণ, খোদা-প্রেমিকদের নিকট একমাত্র খোদা হইতে বিচ্ছেদ থাকাই আযাব। আর খোদার সন্তোষ যদি দোযখেও তাহার সঙ্গে থাকে, তবে বিচ্ছেদ কোথায়? ইহাই তো যথার্থ মিলন। ফলকথা, খোদা-প্রেমিকগণ বাহ্যিক দুঃখ কষ্টকে আযাব বলিয়াই মনে করেন না, তাঁহারা কেবল প্রিয়জনের অসন্তোষ এবং বিচ্ছেদকেই আযাব মনে করেন। হযরত আরেফ শীরাযী বলেন :

شنیدہ ام سخن خوش کہ پیر کنعاں گفت + فراق یار نہ آں می کند کہ بتواں گفت
حدیث ہول قیا مت کہ گفت واعظ شہر + کنا یتیست کہ از روزگار ہجراں گفت

"একটি সুন্দর কথা শুনিয়াছি—যাহা কেন'আনের বৃদ্ধ (হযরত ইয়াকুব আঃ) বলিয়াছিলেন, বন্ধুর বিচ্ছেদ এমন দুঃখ দেয় না যাহা ব্যক্ত করা যাইতে পারে।" শহরের ওয়ায়েয ক্বেয়ামতের ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বিচ্ছেদ কালের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন।"

খোদা-প্রেমিকগণ বাহিরের দুঃখ-কষ্টকে আযাব মনে না করার রহস্য এই যে, আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট, আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ, আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গ লাভের আস্বাদনের কাছে বাহ্যিক দুঃখ-কষ্ট এমনিভাবে পরাভূত হইয়া পড়ে যে, উহার কোন উল্লেখযোগ্য ক্রিয়া অনুভূত হয় না। অতএব, দোযখের মধ্যে

www.BANGLAKITAB.com

ফেরেশতাগণের বাহ্যিক আযাব হইলেও তাঁহারা উহাতে সন্তুষ্ট থাকিতেন, কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ উহাতেই হইত। আর আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ তাঁহার সন্তোষেরই প্রত্যাশী হইয়া থাকেন। কিন্তু ফেরেশ্তাদের তো দোযখে বাহ্যিক কোন কষ্টও নাই। মোটকথা, তাঁহারা দোযখে তেমনি বিচরণ ও অবস্থান করিতেছেন যেমন আরামের সহিত বেহেশ্ত্ রক্ষী ফেরেশতাগণ বেহেশ্তে অবস্থান করিতেছেন। এতটুকু বর্ণনায় আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, খোদার অসন্তোষই প্রকৃত ক্ষতি; ইহার তুলনায় দুনিয়ার লাভ-লোকসান কিছুই নহে।

।। শরীয়ত-বিধান এবং কারণ ।।

কেহ কেহ মনে করে,নিয়ত ভাল হইলে এবং কাহারও উপকারার্থে করা হইলে যে যাদু মন্ত্রে শয়তানের সাহায্য গ্রহণ করা হয়, তাহাও জায়েয আছে। এরূপ মনে করা নিতান্ত ভুল। এইরূপে আজকাল একটি রোগ কতক লোকের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে যে, তাহারা পাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। যেমন, সুদ কেন হারাম হইল? ইহাতে ক্ষতি বা অনিষ্টকারিতা কি? জীবন বীমা কেন নাজায়েয? ইহাতে তো বিরাট লাভ রহিয়াছে। আপনারা স্মরণ রাখিবেন, এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার কোন মুসলমানের নাই। মুসলমানের জন্য সুদ হারাম হওয়ার এতটুকু কারণই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্তা'আলা ইহাতে অসন্তুষ্ট হন। "প্রিয়জন একাজে অসন্তুষ্ট হন" এতটুকু কথা জানিয়া লওয়ার পর প্রেমিক ব্যক্তি আর কোন যুক্তি বা কারণের প্রতীক্ষা করিতে পারে না। তবে মুসলমানগণ পাপকার্যসমূহের যুক্তি এবং কারণের অনুসন্ধান কেন করিবে? তুমি যদি খোদার আশেক না-ই হইতে চাও, তবে তাঁহার গোলাম তো অবশ্যই আছ। এখন তুমি নিজেই বিচার করিয়া দেখ—তোমার কোন চাকর বা গোলাম যদি তোমার নিকট জানিতে চায় যে, "আপনি আমার অমুক কাজে নারায কেন? ইহার কারণ আগে বলুন, অতঃপর আমি উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিব; অন্যথায় আমি আমার মত অনুযায়ী কাজ করিব।" তাহা হইলে আপনি তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন?

আফ্সুস! আমরা খোদার সহিত এতটুকুও ব্যবহার করি না; অথচ তাঁহার বিধানসমূহের কারণ অনুসন্ধান করি। আজকাল অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষিত লোকেরাই এই রোগে আক্রান্ত। তাঁহারা এই উত্তর যথেষ্ট মনে করেন না যে, খোদা তাআলা সুদ খাওয়াতে নারায হন বলিয়া সুদ হারাম; বরং তাঁহারা যুক্তি সঙ্গত কারণ জানিতে চান। কারণ নাজানা পর্যন্ত তাঁহাদের তৃপ্তি হয় না।

এক সাহেব বলিলেন, আমি সুদ নিন্দনীয় হওয়ার এই কারণ মানি না যে, সুদ খাইলে দোযখে যাইতে হইবে; বরং এই কারণে আমি উহাকে হারাম মনে করি যে,

www.BANGLAKITAB.com

উহাতে অমানুষিকতা অত্যধিক। নিজের একজন ভাইকে ঋণ দিল একশত টাকা,আর উশুল করিয়া লইল দুইশত টাকা। আমি বলিতেছি, ইহা এমন একটি যুক্তি সামান্য একটু চিন্তা করিলে প্রত্যেকটি জ্ঞানী লোকই ইহা খণ্ডন করিতে পারে। কেননা,জ্ঞানী-মাত্রই বলিতে পারে,অমানুষিকতা প্রত্যেক ব্যবসায়েই করা হইয়া থাকে। যেমন,আমি দশ টাকায় একখানা কাপড় খরিদ করিয়া তাহা বিশ টাকায় বিক্রি করিলাম। ইহা অমানুষিকতা ছাড়া আর কি ? দুই হাজার টাকায় আমি একটি বাড়ী নির্মাণ করিয়া দশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিতে গেলাম। ইহাও অমানুষিকতা। এইরূপে এক খণ্ড ভূ-সম্পত্তি আমি এক হাজার টাকায় খরিদ করিয়া পনর হাজার টাকায় বিক্রয় করিতে গেলাম—তাহাও অমানুষিকতা। এখন আসুন, যিনি অমানুষিকতার যুক্তিতে সুদকে হারাম মনে করেন তিনি এ সমস্ত কার্যের এবং সুদের অবস্থার মধ্যে কোন যুক্তি সঙ্গত পার্থক্য বর্ণনা করুন। কখনও তিনি কোন যুক্তি সঙ্গত পার্থক্য দেখাইতে পারিবেন না।

মক্কার কাফেরেরাও এরূপ সন্দেহেরই সম্মুখীন হইয়াছিল। তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিত, اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا "ব্যবসায় তো সুদেরই ন্যায়" সুদ এবং ব্যবসার মধ্যে কি ব্যবধান ?

বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয়টা একইরূপ বলিয়াই মনে হয়। তবে এখন তোমার সেই অমানুষিকতার যুক্তি কোন্ চুলায় রহিল ? ইহাদের উক্তির যে উত্তর কোরআনে দেওয়া হইয়াছে তাহাই শ্রবণের যোগ্য। আল্লাহ্ তাআলা সুদ এবং ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্যের কোন যৌক্তিক কারণ না দর্শাইয়া; বরং এই পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا আল্লাহ্ তাআলা ব্যবসায় হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন।" অতএব, উভয় বস্তু সমান কেমন করিয়া হইতে পারে ? উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা এই যে,আল্লাহ্তা'আলা বেচা-কেনা এবং ব্যবসায়কে হালাল ও সুদকে হারাম করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাআলা সর্বময় কর্তা,তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। তিনি যাহা ইচ্ছা হালাল করিতে পারেন এবং যাহা ইচ্ছা হারাম করিতে পারেন। কারণ জিজ্ঞাসা করার অধিকার কাহারও নাই। আলেমদের উচিত এবিষয়ে কোরআনের বিধান অবলম্বন করা। সাধারণ লোকের দৃষ্টিভঙ্গী আলেমগণ নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট কোন সাধারণ লোক এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা সাধারণের রুচি অনুসারে ও মরযী অনুযায়ী উত্তর প্রদানের চেষ্টা করেন। অতএব, স্মরণ রাখুন,যাঁহারা মনগড়া যুক্তি বর্ণনা করেন তাঁহারা শরীয়তের মূল শিথিল করিতেছেন। কেননা, তাঁহারা যে যুক্তি প্রদর্শন করিবেন—হয়ত কোন বুদ্ধিমান লোক তাহা খণ্ডন করিয়া দিতে পারেন। তখন আপনি যে যুক্তির উপর শরীয়ত বিধানের ভিত্তি নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহা যদি সন্দেহজনক হইয়া পড়ে,শরীয়তের বিধানটিও সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়িবে। আমি আলেম সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতেছি— তাঁহারা যেন